182. Ec. 82.1.
LK 70

পত্রকৌমুদী,

পাঠশালার নিমিত্তে.

কলিকাতার স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারায় ছাপা হইল,

স্কুল ছাপাখানাতে, ই° ১৮২০.

POTRO-COWMOODE;

OR,

BOOK OF LETTERS, &c.

Containing

LETTERS OF CORRESPONDENCE, COMMERCIAL AND FAMILIAR;
WITH ZUMEENDAREE AND OTHER LEGAL FORMS, &c.

BY J. D. PEARSON,
SUPERINTENDENT OF THE HON. COMPANY'S BENGALEE SCHOOLS.

Calcutta:
PRINTED FOR THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY,
At the School-Press, Dhurumtula.

1820.

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4342
DATE 8/10/09
CALCUTTA
RARE BOOK

182. Ie. 82. 1.

শ্রীশ্রী ঈশ্বরঃ.

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত রামজয় পণ্ডিত ভায়া
চিরজীবেষু.

শুভানুধ্যায়ি শ্রী দেবনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু. তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী ৺ স্থানে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি ; তাহাতেই এখানকার মঙ্গল বিশেষঃ তুমি পূর্ব্বে যখন কলিকাতা মোং আসিয়াছিলা তখন শুনিয়া গিয়াছ যে এখানকার অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরদের এক সোসাইটী স্থির হইয়াছে সে সোসাইটীর অভিপ্রায় এই যে কলিকাতাতে নূতন২ পাঠশালা স্থাপন করিবেন আর তথাতে যত২ পুরাতন পাঠশালা আছে তাহার সরকারেরদিগকে নূতন২ কেতাব দিয়া পাঠশালার উপকার করিবেন. এবং সোসাইটীর এক জন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব তাঁহার তাঁবে যে অনেক২ পাঠশালা আছে তাহাও তুমি শুনিয়াছিলা, সেই অবধি এই সকল বিবরণ জানিতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটী-

এবং ২৪ ভাদ্র সেই সকল পাঠশালার এন্তাহাম হইবেক এমত শুনিলাম. কিন্তু আমার অবকাশ ছিলনা এই নিমিত্তে তাহা দেখিতে যাওয়া হয় নাই. কিমধিক মিতি তাং ২২ আশ্বিন.

অশেষ জন প্রতিপালক শ্রীযুত বাবু গোবিন্দহরি তরফদার মহাশয় চিরজীবেষু.

শুভানুধ্যায়ি শ্রীবীরেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ

পরম শুভাশীর্ব্বাদো নিবেদনঞ্চ, বিশেষঃ শ্রীযুত বাবুজী মহাশয়ের মঙ্গলোন্নতি শ্রীশ্রী ৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই অত্রানন্দঃ, পরং আপনকার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীযুত মধ্যম বাবুজীর যে ২ পীড়ার কথা লিখিয়াছেন তাহাতে আপনি ভাবিত কদাচ হইবেন না. কাঁওল রোগের ঔষধ আমার স্থানে অতি উত্তম আছে, তাহাতে অনেক লোকের আরাম হইয়াছে. আমি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দুই তিন রোজের মধ্যে পৌঁছিতেছি, একান্ত পৌঁছিতে না পারি পাঠাইয়া দিব. এক্ষণে শরীর গতিক যখন যেমন থাকেন তাহা মাসের মধ্যে দুই তিন বার লিখিবেন. এখানে সকলে প্রাণ গতিক ভাল আছেন. নিবেদন মিতি. সন ১২২৬ শাল, ৩ ভাদ্র.

মহামহিম শ্রীযুত মে° জেমস কি° সাহেব
এতমামদার প্রবল প্রতাপেষু

নিমক চৌকী থানা ঝালদার দারোগা শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আরজ নিবেদন, গরীব পরওয়ার সেলামত, গোলামের আরজ এই, জুলাই মাহার মাসকাবারি ও ক্রোকী রিপট পাঠাইব দৃষ্টি করিবেন. আর ফাঁড়ি গোবিন্দপুরের মুহুরির শ্রীজগচ্চন্দ্র রায় জমীদারের সহিত সজস করিয়া চোরা নিমকের বয়েল ছাড়িয়া দিতেছেন, এবং ঐ চোরা বেপারির দিগকে আপন দস্তের ছাড় চিটী দিয়াছেন, ঐ ছাড় চিটা গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইতেছি দৃষ্টি করিবেন. ইহা নিবেদন করিলাম. ইতি° সন ১৮১৯ শাল, তারিখ ১১ আগষ্ট.

মহামহিম শ্রীযুত বংশীধর চৌধুরি মহাশয়
মৎ প্রতিপালকেষু

ভবন্মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি শ্রী শিবচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ পরং ১৩ আষাঢ়ের পত্র ১৪ রোজ পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি, তাহার পর আর কোন সমাচার পাই নাই, মঙ্গলাদি সমাচার ত্বরায় লিখিবেন. অদ্য শ্রীমণ্ডলের কুটীতে শুনিলাম শ্রীযুত গোবর্দ্ধন সরকার এখানে আসিয়াছেন, বাগবাজারে বাসা করিয়াছেন,

যেখানে থাকেন ঠিকানা করিয়া লইব. আপনি লিখিয়াছিলেন শ্রীমানবাবাজীরদিগকে এখানে পাঠাইবেন, তাহাতে এনাগাদ পাঠাইলেন না ইহার কারণ জানিতে পারিলাম না. এখানে যে প্রকার ক্লেশ যাইতেছে তাহা কত লিখিব. বাজারহইতে জিনিষ কিনিয়া ঘরে ভক্ষণ করা দুর্লভ হইয়াছে. সর্ব্দা ঝকড়া গালিগালজ ভদ্রলোকের ঘরে বড় লজ্জার বিষয়; বাবাজীরা আইলে কোন উৎপাত থাকিবেক না, শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন. আর২ নিবেদন উপস্থিত মতে লিখিব. নিজ মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেন. নিবেদম মিতি. সন ১২২৬ শাল, তা° ৩ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার.

পরমপূজনীয় শ্রীযুত রামচন্দ্র মজুমদার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু

সেবক শ্রী বিনোদীলাল মজুমদার:

দণ্ডবৎ প্রণামা বহবো নিবেদন মিদং

আপনকার ৯ জ্যৈষ্ঠের আজ্ঞা পত্র পাইয়া শিরোপরি লইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম. গড়াও শালমপুরী ছিট যাহা মজুদ থাকে পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন. সম্প্রতি ১০০০ থান গড়া ও ১০০০ থান শালমপুরী ছিট এখানে উপস্থিত আছে; ইহাতে নৌকায় পুরা বোঝাই হইবেক না, এ কারণ পাঠাই নাই, আজ্ঞা প্রমাণ পাঠাইতেছি শ্রীনকড়িসিংহ চড়ন্দার মো° পৌঁছছ

সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক. পরে শ্রীযুত রামধন চৌধরী মহাশয় পূর্ব্বে আমার নিকট যে নিমিত্তে আসিয়াছেন তাহা নিবেদন পত্রে সকল বিষয় লিখিয়াছিলাম; তাহার জবাব লিখিতে বুঝি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন, তিঁহ যাতায়াত করিতেছেন কোন জবাব দিতে পারি না, অতএব আজ্ঞা পত্র আইলে সেই মত তাঁহাকে কহিব. আপনকার শারীরিক মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক. ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তাং ৯ শ্রাবণ.

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রী মনসারাম সরকার
বিজ্ঞ বরেষু

শ্রী মধুসূদন দেবশর্ম্মণঃ

বিজ্ঞাপনং বিশেষঃ যে দিবস নীলের বাক্স লইয়া তুমি কলিকাতা মোং যাও তখন তোমাকে কহিয়াছিলাম যে ২ নম্বরের ৫০ বাক্স, ও ১ নম্বরের ২৫ বাক্স, এই ৭৫ বাক্স আর বাকী ২০০ বাক্স ভুক্তান করিয়া লইয়া যাইব, তাহা না করিয়া ২ নম্বরের বেবাক ৭৫ বাক্স লইয়া গিয়াছ, ইহাতে বোধ হয় তোমার মেজাজের ঠিকানা নাই, অতএব লিখি ২ নম্বরে একের নিরস ও ভাঙ্গা অধিক ইহাতে বিক্রয় কি প্রকারে হইতে পারে, তবে কেন আমার ক্ষতি করিতে চাহ

এ কারণ লিখি ১ মুম্বুরের বাক্স যাবৎ সেখানে না পঁহুছে কমদর করিয়া বিক্রয় করিবা না. চারি পাঁচ রোজ পরেই পাঠাইব. আর কতক গুলা ভাঙ্গা চুরা নীলবড়ি এখানে আছে ইহা পুনর্ব্বার হৌজে ফেলিয়া তৈয়ার করা ঢের লেঠা ৮৲ টাকা করিয়া এখানে বিক্রয় হয়, সেখানে যদি কিছু বেসী দর হয় লিখিবা, পাঠাইয়া দিব. তুমি আসিবার পূর্ব্বে আমাকে এক চিটী লিখিবা,. তাহার জবাব পাইলে তবে এখানে আসিবা. ইতি. সন ১২১৬ শাল, তা° ৮ ভাদ্র.

পূজনীয় শ্রীযুত জানকীরাম ভাদুড়ী পিশা
মহাশয় শ্রীচরণেষু

আশীর্ব্বাদাকাঙ্খি শ্রীসদাশিব দেবশর্ম্মণঃ

প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ আপনকার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম. অদ্য বৈকালে শ্রীযুত মে° ফরনেত সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল খবর জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখিলাম যে মালদহের কুতনীর উপর উহাঁর কিছু টান জেয়াদা. পাঁচ মহাজন যাতায়াত করিতেছে, কাহাকে কোন কথা খোলাসা কহেন নাই, কিন্তু আমাকে কহিলেন যে যদি এ রকমের সরবরাহ করিতে পারে কি দর পড়িবেক আড়ঙ্গের গোমস্তার দ্বারা ঠিক দর জানিয়া দশ রোজের মধ্যে সংবাদ

আমাইয়া দেহ অতএব লিখি এই রকমের নমুনা পাঠা-ইতেছি শ্রী বংশীবদন দালালকে ডাকাইয়া সুন্দর রূপে দর খাটি করিয়া সংবাদ খাড়া ২ ঐ মেয়াদের মধ্যে লিখিবেন. আর নাং মার্চ্চ মাহা কত থান আঞ্জাম হইতে পারিবে তাহাও লিখিবেন. আর ২ সমাচার দুই চারি রোজ বাদে সকল সরেওয়ার লিখিব. শ্রীযুত বাণেশ্বর মৈত্রের পুত্র আমার এখানে অদ্য তিন রোজ আসিয়া পঁহুছিয়াছেন ; তাঁহার মাতা-কে তাঁহার প্রণাম কহিবেন. শরীরক গতিক ভাল আছেন ইহা নিবেদন করিলাম· ইতি. সন ১২২৬ শাল, তাং ১৭ আগষ্ট.

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বিজয়গোবিন্দ সিংহ মহাশয় মৎ প্রতিপালকেষু

আজ্ঞাকারি প্রতিপাল্য শ্রী কৃষ্ণগোবিন্দ দেবশর্ম্মণঃ পরমশুভাশীর্ব্বাদ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ শ্রীযুত বাবুজী মহাশয়ের রাজোন্নতি শ্রীশ্রী ৺ স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি· তাহাতেই অত্রানন্দঃ পরং ১ আষাঢ়ের আজ্ঞাপত্র ৪ রোজে পাইয়া সমা-চার জ্ঞাত হইলাম. শালমপুরী কাপড় পাঠাইতে লিখিয়া-ছিলেন. ৩০ শ্রাবণে দুই কিস্তিতে ৪০০ গাঁইঠ কাপড় পাঠাইয়াছি. এত দিবস চিটী পঁহুছিয়া থাকিবেক. এক্ষণে বর্ষাকাল দাগী চিতা হইয়া খাতার দ্বারা যদি কিছু ফিরত হয় শীঘ্র এই

নৌকাতেই পাঠাইবেন; গৌণ হইলে নদীতে জল থাকিবেক না. বলদ করিয়া পাঠাইতে হইলে খরচ অধিক হইবেক. পরে মোম কিছু পাঠাইতে লিখিয়াছেন. ২০০ শত মোন এখানে তৈয়ার আছে. আর চারি পাঁচ রোজে আর ৫০০ মোন আসিবেক; আইলেই পাঠাইয়া দিব. চেলির কাপড়ের এবার সুগোচ বুঝিলাম না, এ কারণ খরিদ করিলাম না. শুনিতে পাই দক্ষিণ অঞ্চলে বিস্তর আমদানী, কি প্রকারে খরিদ করিব? এখানকার সমাচার আর২ সকল মঙ্গল জানিবেন. ইহা নিবেদন করিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল ৮ ভাদ্র মঙ্গলবার. মো° ফতেপুর.

মহামহিম শ্রী যুত বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তী
মহাশয় মৎ প্রতিপালকেষু

আজ্ঞাকারি শ্রী রামজী দেবশর্ম্মণঃ
বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ মহাশয়ের মহৈশ্বর্য্য শ্রীশ্রী ৺ স্থানে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই অত্রানন্দঃ. পরং অনেক দিবস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং লিপি দ্বারা মঙ্গলাদি সমাচার পাই নাই. আমি ৩ আশ্বিনে এখানে পহুঁছিয়াছি, আসিয়া শুনিলাম মহাশয়ের এক কর্ম্ম হইয়াছে, ইহাতে যথেষ্ট আহ্লাদিত হইলাম, বাসনা ছিল নিকটে পহুঁছিয়া সাক্ষাৎ করি; তাহাতে শারীরিক কিছু পী-

ড়িত হইয়াছি একারণ যাইতে পারিলাম না, কিন্তু আমি মহা-শয়ের যথেষ্ট ভরসা রাখি, মনের মধ্যে খাতিরজমা আছে যে আপনকার কোন বিষয়কর্ম্ম হইলে আমার প্রতি অবশ্য মনোযোগ করিবেন, ইহার পর নিকট পঁহুছিয়া সাক্ষাতে সকল বিষয় নিবেদন করিব. শ্রীযুত রামনাথ দত্তজ সাল্ট-কোমিটির দেওয়ানি কর্ম্ম পাইবেন, কি পাইয়াছেন, বা তাহার অনুসন্ধান করিবেন, যদি সত্য হইয়া থাকে তবে বড় আহ্লা-দের বিষয়. আর ২ সমাচার এই লোক প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইবেন. ইহা নিবেদন করিলাম. ইতি. শন ১২২৬ শাল, তাং ২৪ ভাদ্র.

মহাহিম শ্রীযুত জনমেজয় মিত্রজ
মহাশয় মৎ প্রতিপালকেষু

আজ্ঞাকারি শ্রী বীরভদ্র দাসদত্তস্য

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ শ্রীযুত মিত্রজ মহাশয়ের অতুলৈশ্বর্য্য শ্রীশ্রী ৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই অত্রানন্দঃ. পরং শ্রীযুত কানাইলাল দেকে সেখানে যদি আপনি রাখিয়া থাকেন তবে শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা এখানে আর এক জন লোক রাখিতে হয়; পাঁচ জায়-গায় যাতায়াত আছে. পরে শ্রীযুত রামশঙ্কর বসু বাবাজীকে পাঠাইতে লিখিয়াছেন, নাগাএদ্দ পরশ্ব যাইবেন; কিন্তু বিবা-

হের পরেই পাঠাইয়া দিবেন এখানে. পাঁচ জন সাহেবলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, এবং ইংরাজী কথার চালনা সুন্দর হইতেছে, এবং এক বেলা পারশী পড়িতেছেন; ইহাতে কামাই করা কোন মতে ভাল নহে. আর যে ফয়সলার নকল লওনের দরকার শুনিয়া গিয়াছিলেন সে সদরের রুবকারী মাত্র দেখা গেল, তাহার ব্যবস্থার নকল লইয়া পাঠাইতেছি, লইবেন, ফয়সলা অদ্যাবধি তৈয়ার হয় নাই, হইলে সংবাদ পাঠাইব. তবে আপনি এখানে আসিবেন. ইহা নিবেদন. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তাং ৫ ভাদ্র.

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুজীউ চিরজীবেষু

নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীজগন্মোহন দেবশর্ম্মণঃ

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে শ্রীযুত বাবুজীর মহোন্নতি শ্রীশ্রী৺স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই অত্র মঙ্গল. পরং অনেক দিবস হইল তোমার সেখানকার কোন সংবাদ পাই নাই, তাহাতে যথোচিত উদ্বিগ্ন আছি, মঙ্গলাদি সমাচার লিখিয়া পরম সন্তোষ করিবা. আর বাটীর খরচ পত্রের সমূহ অপ্রতুল হইয়াছে, সংসার চলা ভার. তুমি সেখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলা, কিন্তু এমত কর্ত্তব্য নহে; সে যাহা হউক

সম্প্রতি যদ্যপি কিছু খরচ পত্র সঙ্গতি করিয়া পাঠাইতে পারহ তবে এ সংসারের উপকার হয়, ইহাতে যে বিবেচনা হয় তাহাই করিবা. কিন্তু গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিয়া সংসারের প্রতি এমত ঔদাস্য করা উচিৎ নহে জানিবা; তস্যপর শ্রীরামদাস ঘোষকে নিকট পাঠাইতেছি, এ লোক বড় উপযুক্ত এবং আমারদিগের আত্মীয়, এক্ষণে ক্রিহ কর্ম্মচ্যুত হইয়া বসিয়া আছেন যদ্যপি সেখানে ইহার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম করিয়া দিতে পার তবে ভাল হয়; কিন্তু চাকরি পেসা করিলেই আত্মীয় বর্গের উপকার করা উচিত হয়, তাহাতে তোমার সম্যক্ প্রকারে তাচ্ছিল্য আছে, ইহাতে কোন বিষয় তোমাকে লিখি না কিন্তু না লিখিলে ও থাকা যায় না, তাহার কারণ এই যে তুমি এক সন্তান অত্যজ্য বস্তু ইহাতেই লিখিতেছি. আমার বাক্য রক্ষা করিয়া ইত্যবধানে বিহিত মনোযোগ করিবা আর শ্রীমতি বধূ মাতাকে এ বাটীতে আনিতে হই-বেক, কিন্তু সেখানে যাইতে আমার লজ্জা হয় তাহার কারণ এই যে তোমার বিবাহের কালীন বলা গিয়াছিল যে গহনা কিছু দেওয়া যাইবেক, কিন্তু সে তোমার ভরসাতেই কহিয়া-ছিলাম অদ্যাবধি তাহাতে কিছু মনোযোগ করিলা না কারণ কি; আর সকল বিষয় যাহা হউক এ বিষয়ে কিছু মনোযোগ করিবা তবে আমার সম্ভ্রম থাকে ইহা জ্ঞাপন মিতি. তারিখ ১২ মাঘস্য.

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত বিশ্বম্ভর মৈত্র
বাবাজী কল্যাণ বরেষু.

শুভানুধ্যায়ি শ্রীবিদ্যাধর দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু পরং বাবাজীর মঙ্গল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী ৺ দ্বারা প্রার্থনীয় তাহাতেই অত্রানন্দ বিশেষঃ. তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম, শ্রীযুত গঙ্গাধর দাস স্বেচ্ছা পুর্ব্বক টাকা দেন এমত বোধ হয় না; কহেন যে জিনীষ বন্ধক আছে, তাহাই বিক্রয় করিয়া দিব. আমি কহিলাম দিবং অনেক দিবস হইতে কহিতেছ দেওত না; শেষ কহিলাম আর দশ রোজের মেয়াদ দিলাম ইহাতে টাকা দেও ভাল, না দেও শেষ খরচা সমেত দিতে হইবেক. আরং যাহার স্থানে যাহাং পাওনা আছে তাহার নালিষ ব্যতিরেক টাকা আদায় হওয়া ভার. পরে শ্রীশ্রীকান্ত সরকার আপন দৈন্য দশা জানাইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন; অনেক দিবস বেকার আছেন সংসার অচল হইয়াছে, এই প্রকার জানাইয়াছেন. আমার এখানে কোন কর্ম্ম উপস্থিত নাই, সেখানে কিছু থাকে তবে চেষ্টা পাইবা. নিজ মঙ্গলাদি লিখিয়া আপ্যায়িত করিবা, জ্ঞাপন মিতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ৫ ভাদ্র.

মহামহিম শ্রীযুত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বৈবাহিক মহাশয় মহাশয়েষু.

পোষ্য শ্রীকেনারাম দেবশর্ম্মণঃ বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ. শ্রীযুত বৈবাহিক মহাশয়ের অতুলৈশ্বর্য্য শ্রীশ্রী ৺ স্থানে নিয়ত প্রার্থনীয় তেনাত্র কুশলং পরং. অনেক দিবস সে বাটীর মঙ্গলাদি সমাচার পাই নাই, আপনকার তাচ্ছিল্য ব্যতিরেক ইহার অনাকারণ বোধ হয় না; অতএব নিবেদন লিপি দ্বারা চিত্তের তুষ্টি বিধান করিবেন. পরে অদ্য চারিদিবস হইল কোটের পণ্ডিত তর্কপঞ্চাননের কাল হইয়াছে. তাহার বাটী হইতে লোক আসিয়া সম্বাদ দিলেক. শ্রীযুৎ চৌধুরি মহাশয় আপনকার ওখানে আছেন, পরে পরামর্শ করিয়া যাহাতে ভাল হয় করিবেন. আত্ম বিবরণ কি লিখিব সকলি জানিতেছেন. শীতবস্ত্র অদ্যাবধি করিতে পারি নাই. শ্রীমান্ বাবাজীর শুভ বিবাহের সময়ের পালঙ্গ, ও তাহার সাজ ও ভাল একটা ডাবর দিবেন আজ্ঞা ছিল স্মরণার্থে লিখিলাম. ষষ্ঠীর কাপড় এবার যে প্রকার দিয়াছেন বাবাজী আমাকে আনিয়া দেখাইলেন, তাহাতে বোধ হইল যে মহাশয়ের গৃহস্থে কিছু অধিক আঁইট হইয়াছে. একথা বৈবাহিকের সহিত পরিহাস, ইহাতে কিছু লজ্জা পাইবেন না নিবেদন মিতি.

মহামহিম শ্রীযুত জেলা চব্বিশ পরগণার জজসাহেব বরাবরেষু.

জেলামজকুরের জগদ্দল সাকিনের শ্রীবলরাম কর্ম্মকারের আরজ নিবেদন. আমি শিশুকাল হইতে পিতৃহীন; শ্রীযুত কম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গালা পাঠশালায় এবং মদরসাতে ও স্কুলে ক্রমিক ১৫ বৎসর বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করিয়া এক প্রকার কর্ম্ম চলন মতে কিছু লিখিতে এবং পড়িতে পারি. এ কারণ মনের মধ্যে যথেষ্ট আকিঞ্চন, যে হজুর হইতে এমত কোন হুকুম গোলামের প্রতি সদর হয় যাহাতে হজুরে সেরেস্তার কোন এক কর্ম্মে মোকরর হইয়া হাজীর থাকি. এই মজমুনে পূর্ব্বে দুই দফা দরখাস্ত করিয়াছিলাম; তাহাতে দুই দফা এস্তাহাম লইয়া হাজীর থাকিতে হুকুম হইয়াছিল. গোলাম সেই অবধি হাজীর আছে, কিন্তু এক্ষণে নেহায়ত নাচার হইয়া পুনর্ব্বার দরখাস্ত করিতেছি. যে সেরেস্তার মধ্যে তিন চারি কর্ম্ম খালি আছে. অতএব উমেদওয়ার গোলামের প্রতি মেহেরবানি নজর ফরমাইয়া এক কর্ম্মে মোকরর করিলে বিদ্যাভ্যাস পরিশ্রম সফল হয়. গুজারির অওকতে ভাবনা হইতে খালাস পাই জেয়াদহদ্দ আদয়.

শ্রীশ্রীঈশ্বরোজয়তি

দ্বিতীয় খণ্ড.

পাট্টা কবূলতি ইত্যাদি—

পাট্টা

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিদ্যালঙ্কার—
শ্রীগৌরীচরণ ভট্টাচার্য্য—
মবলগে ২৫ পঁচিশ বিঘা জমীর কাত—
৫০ পঞ্চাশ তঙ্কামাত্র—

ইয়াদিকিদ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীভবানীচরণ হালদার কস্য পট্টক পত্রমিদং৲ কার্য্যঞ্চাগে পরগনে শ্যামনগর মৌজে নিশ্চিন্ত পুরের মধ্যে আমার পৈতৃক ব্রহ্মত্র জমি পূর্ব্ব মাটে শ্রীশ্যামচরণ মণ্ডলের জোৎ দরুন ২৫ পঁচিশ বিঘা জমি তোমাকে পাট্টা করিয়া দিলাম. ইহার রাজস্ব শালিয়ানা সিক্কা পরক সহি ৫০ পঞ্চাশ টাকা মালগুজারি মাফিক কিস্তিবন্দি

শ্রীশ্রীঈশ্বরোজয়তি

মহামহিম শ্রীযুৎ জমিদার হরগোবিন্দ মিত্র
মহাশয় বরাবরেষু—

শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ
সাং বাঁকীপুর

লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ কস্য কবুলতি পত্র মিদং সন ১২২৫ বার শ পঁচিশ শালাব্দে লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে অম্বিকা লাটবাহাদূরপুরের সামিল মৌজে সোমড়া মহাশয়ের নিজ অধিকারে গ্রাম মজকুরের মধ্যে পতিত খামার দরুণ ১।।৪ এক বিঘা চৌদ্দকাচা সুনাজমি. আর পলাতকা এওজী দরুণ শ্রীরামগোপাল ঘোষের মহলুস শালিয়ানা মায়বাস্তু জমি ৫/২ পাঁচ বিঘা দুই কাঠা একুনে ৬৵১ ছয় বিঘা ষোল কাঠা জমির কাত জমা সিক্কা ৯।।৶০ নয়টাকা এগার আনাতে আমি পাট্টা লইলাম. মাফিক কিস্তিবন্দি সিক্কা পরক সহিটাকা সনবরসন মালগুজারি করিব. আর যখন গ্রামদস্তুরে হারহারী জমাবেসি হইবেক তাহা ও বিমা ওজোর দিব. আর জমি মজকুরের হাজা সুখা পতিত জিম্মা আমার, মহাশয়ের সহিত তাহার কোন এলাকা নাহি. এত দর্থে পাট্টা লইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সদর তারিখ ২৬ জ্যেষ্ঠ—

রূপেয়া	কিস্তি	বন্দি
মাহ্ আষাঢ়	২৲	সবলগে নয়টাকা আটআনা মাত্র
মাহ ভাদ্র	৩৲	
মাহ পৌষ	৩৲	
মাহ চৈত্র	১॥৵০	
	৯॥৵০	

ইসাদি—

শ্রীকান্ত পাইক শ্রীহরিচরণ মণ্ডল

সাং সোমড়া সাং তথা

মহামহিম শ্রীযুত ভোলানাথ চৌধুরি
জমিদার মহাশয় বরাবরেষু

শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল
সাং কাশীপুর—

লিখিতং শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. পরগনে রায়পুর মৌজে কাশীপুরা মহাশয়ের তালুক মৌজে মজকুরের মধ্যে পশ্চিমমাটে দরুণ হারাণ সেখের

জোতের জমি ১২।২ বারবিঘা সাতকাঠা আর খামার দাণ ৯।।৩ নয়বিঘা তেরকাঠা একুনে ২২ বিঘা জমির কাত সিক্কা ৩৩।।৶৪ তেত্রিশ টাকা এগারআনা চারি গণ্ডাতে বেলমোক্তা পাট্টা লইলাম. মাফিক কিস্তিবন্দি কিস্তিং শর-বরাহ করিব. ইহাতে যে কিস্তি খেলাপ করিব মাফিক আইন তাহার সুদ দিব. হাজা সুখা নাজাই পতিত সহিত মহা-শয়ের কোন এলেকা নাই. ঐসববে কোন নালিশ করি সে না-মঞ্জুর. ইহা সেওয়ায় হারহারী কোন দরিঅঙ্ক হয় তাহা আলাহিদা সরবরাহ করিব. এতদর্থে পাট্টা লইয়া আপন খুসিতে কবুলতি লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল. তারিখ ৪ বৈশাখ.

মহামহিম শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ নন্দী
মহাশয় বরাবরেষ

লিখিতং শ্রীগঙ্গারাম কন্যাই কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. মৌজে দুর্গাপুর গ্রামে মহাশয়ের বাটীর পূর্ব্ব মহত্রান্ সমদি জমিতে পুষ্করিণী কাটিতে আমাকে মোকর

করিলেন. আমিহ্ আপনা খুসিতে পুষ্করিণী খাদ করিতে ফুরা- ইয়া লইলাম. ইহার মজুরি ফুরান চুক্তি এই ধর্ম্মডাঙ্গার শ্রীযুত গোবিন্দরাম রায়ের বাটীর নলের মাপ ৭॥ হাতি সেই নলে একসা মাপিয়া দীর্ঘে প্রস্থে ৵ দুই পণ ধরাটে প্রথম কাট ৸৵ চৌর্দ্দ আনা দ্বিতীয় কাট ১৵ আঠার আনা তৃতীয় কাট ১৷৹ দেড় টাকা এই হিসাবে মজুরি পাইব ইহার করার ফি কোড়া দুই টাকা হিসাবে দাদন পাইব. সরকার হইতে কাট পাত হাঁড়ি পাইব. নাগাদ ফালগুণের মধ্যে সেওয়ায় খাট কাটা ও পাড় ছাওয়া পুষ্করিণী খাদ তৈয়ার করিয়া দিব. এবং সাক্ষী উঠাইয়া দিব. এতদর্থে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২২ শাল, তারিখ ৩ পৌষ.

মহামহিম শ্রীযুত মদনগোপাল বন্দ্যো পাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং গোপালপুর

লিখিতং শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং সন ১২২৫ বারশও পঁচিশ শালাব্দে লিখিনং কার্য্যঞ্চাগে

আমি মহাশয়ের স্থানে সিক্কা ২৫০ আড়াইশত টাকা কর্জ্জ করিলাম. ইহার সুদ ফি শতে ১ এক টাকার হিসাবে একুনে ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া দরমাহা দিব. টাকার ওয়াদা মাহ অগ্রহায়ণে সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করিব. এই করারে সিক্কা পরকসহী আড়াই শত টাকা দস্তবদস্ত পাইয়া আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বহাল তবিয়তে খতপত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সদর, তারিখ ১৫ আষাঢ় মঙ্গলবার.

ইসাদী

শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণজীবন ঘোষ

সর্ব্বসাং সাং মিরডাঙ্গা জেলা হুগলি

দানপত্র

পরম পূজনীয় শ্রীমন্মদীশ্বর শ্রীযুক্ত
জানকীবল্লভ গোস্বামী ঠাকুর প্রভু
মহাশয় শ্রীচরণ সরোজেষু

শ্রীং অচ্যুতানন্দ বৈরাগী
সাং কৃষ্ণদেবপুর

লিখিতং শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস বৈরাগী কস্য দান পত্রমিদং সন ১২২৬ শালাব্দে লিখিনং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে হোসেনপুর মৌজে কৃষ্ণদেবপুর গ্রামের মধ্যে আমার বৈষ্ণবের বাস্তুবাটী আন্দাজী ৫ পাঁচ বিঘা মায় আওলাৎ শ্রীশ্রী৺ সেবার্থে আপ-

নাকে দান করিলাম তাহার চৌহদ্দী দক্ষিণ সীমা শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগির আখড়ার কলাবাগীচার পগারের নাগাও, উত্তর সরাসর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তরসীমা ৺ রাঘব মুখোপাধ্যায়ের বাটীর দক্ষিণ রাস্তার নাগাও, দক্ষিণ সরাসর পূর্ব্ব পশ্চিম পূর্ব্বসীমা শ্রীব্রজমোহন দত্তের আম্র বাগানের পশ্চিম পগারের নাগাও, পশ্চিম সরাসর দক্ষিণ উত্তর পশ্চিমসীমা ৺উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বৃক্ষত্রের পুজা শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষের বেড়ের কেলিকদম্ব গাছের নাগাও, পূর্ব্ব সরাসর দক্ষিণ উত্তর এই চৌহদ্দী মজকুরার মধ্যে বাস্তু জমী মজকুরা মায় আমলা আপন স্বর্গার্থে আপনকার শ্রীশ্রী ৺ সেবার্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বহাল তবিয়তে আপনাকে দান করিয়া দানপত্র লিখিয়া দিয়া অদ্য অবধি মায় আমলা ঐ জমী মজকুরা দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকার আপনকার আমার সহিত কোন এলাকা নাহি, জমী মজকুরাতে পুজা বসাইয়া কিম্বা নিজে আবাদ তরদ্দুদ করিয়া বাগীচা ইত্যাদি বানাইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে স্বচ্ছন্দে পরম সুখে ভোগ দখল করুন. তাহাতে আমার কোন এলাকা নাহি. যদি কস্মিন কালে দাওয়া করি সে বাতিল ও না মঞ্জুর. এতদর্থে আপন খুসিতে দান পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সদর তারিখ ১১ ভাদ্র.

ইসাদী

শ্রীনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহলধর দাস
সাং কৃষ্ণদেবপুর	সাং তথা

মালজামিনী

মহামহিম শ্রীযুক্ত মহারাজতেজশ্চন্দ্র
রায় বাহাদুর বরাবরেষু.

লিখিতং শ্রীহরগোবিন্দ বর্ম্মণঃ কস্য মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. শ্রীগৌরমোহন বসুকে মহারাজার সরকারে খানগি দপ্তরের সেরেস্তাদারি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন. বসু মজকুরের মালজামিন আমি হইলাম. বসু মজকুর আপন কর্ম্মে সরবরাহ দিবেন. ইহাতে কোন ক্ষতি খতরা করেন তাহাতে বসু মজকুরের উপর যে দাওয়া হইবেক তাহার নিসা আমি করিব. এতদর্থে আমি বসু মজকুরের মালজামিন হইয়া মালজামিনী লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ২৫ শ্রাবণ.

মহামহিম শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ গোস্বামী
ওলদে শ্রীযুত রামানন্দ গোস্বামী
এবনে ৺পরমানন্দ গোস্বামী বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ওলদে ৺রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবনে ৺শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম

শান্তিপুর চাকলে কৃষ্ণনগর কস্য বাগীচা জমী বিক্রয় কোয়ালা পত্রমিদং সন ১২২৬ বারশও ছাব্বিশ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. ঐ চাকলে কৃষ্ণনগরের গোবিন্দপুর গ্রামে শ্রীযুত মানুল্লা মুনসির বাটীর পশ্চিম আমার খরিদা বৃক্ষত্র স্বোপার্জ্জিত বাগীচা আম্র গাছ ৮৫ টা কাঁঠাল গাছ ৫৪টা আর চৌগদা বাঁশ মায় পুষ্করিণী ৯১৷৷ একানব্বই বিঘা দশ কাটা জমী মবলগে ১৬২৫ সিক্কা ষোলশও পঁচিশ টাকাতে তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম. তুমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরমসুখে ভোগ দখল করহ. এতদর্থে বাগীচা জমী বিক্রয় কোয়ালা লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৫ শাল, তারিখ ২ ভাদ্র.

শ্রীতারিণীচরণ মিত্র
সাং বীরনগর

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস বরাবরেষু লিখিতং শ্রীতারিণীচরণ মিত্র কস্য কারখৎ পত্রমিদং সন ১২২৬ বারশও ছাব্বিশ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. তুমি আমার স্থানে সন ১২১৭ শালের মাহ আশ্বিন এককিতা তমসুক দিয়া শত করা ১ এক টাকা সুদী দস্তুর সিক্কা ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলা তাহার সুদ ইস্তক সন ১২১৭ শালের আশ্বিন

না° সন ১২২৬ শালের ভাদ্র মবলগে ৯ বৎসরের কাত সিক্কা ১৬২ টাকা ও আসল ১৫০ টাকা একুনে ৩১২ টাকা তাহার মধ্যে বাদরেয়াতী সিক্কা ২১ একুশ টাকাবাদে সিক্কা ২৯১ দুইশত একানব্বই টাকা অদ্য তোমার স্থানে বুঝিয়া পাইয়া ঐ তমসুক খোয়া গিয়াছে; এজন্যে ফারখত লিখিয়া দিলাম. যদি ঐ তমসুক কস্মিন কালে পাওয়া যায় এব°, সেই টাকার নিমিত্তে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান কেহ যদি তোমার কিম্বা তোমার ওয়ারিসান কাহারু উপরে দাওয়া করি ও করে সে বাতিল. এতদর্থে রায় জন এক্ক পূরা ওজন পরক সহী সিক্কা দুই শত একানব্বই টাকা দস্ত বদস্ত বুঝিয়া পাইয়া ফারখত লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সদর তারিখ ২ আশ্বিন.

মহামহিম শ্রীযুত বাবু রামরত্ন হালদার মহাশয় বরাবরেষু

লিখিত° শ্রীআত্মারাম ঘোষ কস্য করার কিস্তী বন্দী পত্র মিদ° কার্য্যঞ্চাগে. সন ১২১২ শালে আমি মহাশয়ের স্থানে এক তমসুক দিয়া ৬২ বাষট্টি টাকা কর্জ্জ করিয়া ছিলাম. আমি এখন অপারক সুদ সমেত টাকা দিয়া পরিশোধ করিতে পারি না একারণ মহাশয় ঐ আসল ৬২ বাষট্টি টাকাতে রফা করিয়া দিলেন আমি ঐ বাষট্টি টাকার কিস্তি-

বন্দি লিখিয়া দিতেছি, মাফিক কিস্তিবন্দি টাকা দিব কিস্তি- বন্দি মাফিক টাকা না দি কিস্তি খেলাপী যে সূদ হয় তাহা দিব. এতদর্থে কর্জ্জার টাকা আসল টাকাতে রফা করিয়া কিস্তিবন্দি করার লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ৪ শ্রাবণ.

কিস্তিবন্দি.

জের	৬২	মাহ মাঘ	৬
ওয়াসীল		মাহ ফাল্গুণ	৪
নিজরোজ	৭	মাহ চৈত্র	৫
	৫৫ যায়		৪০
কিস্তিবন্দি		সন ১২২৭ শালের	
সন ১২২৬ শালের		মাহ আষাঢ়	৫
মাহ আশ্বিন	৪	মাহ শ্রাবণ	৫
কার্ত্তিক	৬	মাহ ভাদ্র	৫
মাহ অগ্রহায়ণ	১০		
মাহ পৌষ	৫		৫৫

রসীদ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সাং রঘুনাথপুর

মহামহিম শ্রীযুত রাধারমণ মুখো পাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কস্য রসীদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. মোং রঙ্গপুর হইতে আমার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নৌকাতে ২৫ মোন আতব চাউল, ও ৬৫ মোন উষনাচাউল, ও তিন কুপার কাত ৪৷৷ মোন তৈল, এবং পাঁচ বস্তার কাত ৭৷৷ মোন কলাই, এবং মাফিক চালান ২২ বাইশ থান কাপড়, ও নগদ সিক্কা ১৫৫ একশত পঞ্চান্ন টাকা পাঠাইয়াছিলেন ; তাহার চালান দৃষ্টান্তে মহাশয়ের কাছে আমি বুঝিয়া পাইয়া রসীদ পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শালের, তারিখ ১১ ভাদ্র.

ইসাদী—

শ্রীশ্যামচরণ মিত্র	শ্রীলালচাঁদ দে—
সাং দেবগ্রাম	সাং তথা

[illegible]

শ্রীজয়গোপাল চৌধুরী
দস্তখত মজকুর

পরগনে মাম জোয়ানী মৌজে লক্ষ্মীপুরের কর্ম্মচারি ও মণ্ডল ও পাইক বর্গনাং প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. মৌজে লক্ষ্মীপুরের মধ্যে গুপ্ত পাড়া শাকিমের শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় আসিয়া জাহির করিলেন যে এহাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺ বুদ্ধিমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মত্র জমি নিজ লক্ষ্মীপুরে ১১।৷৪ এগার বিঘা চৌদ্দ কাঠা জমি আবহমান ভোগ দখলে আছে; অতএব এহাঁর দলিলাদি কাগজাৎ তদারক করিয়া দেখা গেল যে জমি সনদী বহালি পৈতৃক ভোগ দখলি বটে; অতএব তোমাদিগকে লেখা যাইতেছে ঐ এগার বিঘা চোদ্দকাঠা জমির ফসল ব্রহ্মত্রের ভোগির জিম্মা করিয়া দিবা. ইহাতে কোন আপত্তি করিবা না. ইতি সন ১২২৫ শাল, ২৭ পৌষ.

মহামহিম শ্রীযুত গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু

শ্রীকৃপারাম সরদার শ্রীগঙ্গারাম
পাইক হরিদাস পাইক
সর্ব্ব সাং গঙ্গাকোলা

লিখিতং শ্রীকৃপারাম সরদার ও শ্রীগঙ্গারাম পাইক ও শ্রীহরিদাস পাইক কস্য মুচলকা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. পরগণে অম্বিকা নওয়া কাল্লার গঞ্জ ও লক্ষ্মী গঞ্জ ও চকচান্দনী আপনকার ইজারা, ইহার মধ্যে মহল নওয়াকাল্লার গঞ্জের চৌকিদারিতে আমরা হাজীর হইয়া মুচলকা লিখিয়া দিতেছি যে গঞ্জ মজকুরে বরওক্ত হাজীর থাকিয়া মাফিক আইন আমারদিগের উপর যেমতং হুকুম আছে সেই মাফিক চৌকি পহরা দিব. ইহাতে মহল মজকুরে চোরী ডাকাতি খুনি ও ঘর জ্বালানি যখন যাহা মহলে উপস্থিত হইবেক তৎক্ষণাৎ মহাশয়ের তরফ নায়েবের নিকট খবর দিয়া পুলিসের দারোগার নিকট এজেহার করিব. ইহাতে আমারদিগের এজেহারের কসুরি হইলে মহাশয়ের উপর আদালতে যে জরিমানা ও জবাবাদি আমারদিগের জিম্মা মহাশয়ের সহিত তাহার কোন এলাকা নাই. আর মালখাজানা তহশীল কারণ যখন যে মত

আজ্ঞা করিবেন তাহা করিব. চৌকির পাইক কহিয়া কোনহ ওজর করিব না. আর যে সকল লোক গঞ্জের মধ্যে বাটী ঘর বানাইয়া বাস করিতেছে তাহারদিগের ঘরে ভিন্ন অধিকারের কোনহ লোক আইসে তাহা রোজং তদারক করিব. তাহার মধ্যে যদি কোন দাগী লোক আইসে তাহাকে গঞ্জ মধ্যে কদাচ রাখিতে দিব না. যদি দি এমত প্রচার হয় মাফিক আইন মত্তে সাজা পাইব. এতদর্থে আপনং খুসিতে মুচলখা লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, ১২ ভাদ্র.

মহামহিম শ্রীযুত জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. পরগণে সুঁদনপুর মৌজে কড়িলাদিগর আপনকার পত্তনী তালুক তাহার মধ্যে নিজ কড়িলা আমি ইং সন ১২২৬ শাল নাং সন ১২২৯ শাল চারিসন মেয়াদে ইজারা লইলাম. মপস্বলের কাগজ পত্রাদি এক্ষণে উপস্থিত নাই এ কারণ সন ১২২৫ শালের এক খোসরা তেরিজের জমা বিমর্জিম ডাকের বন্দে দস্তখত করিয়া বাঙ্গলা কাগজ মিছিল আদি লিখিয়া দিলাম. পরে মপস্বল হইতে কাগজ পত্র

আইলে যে জমা স্থির হইবেক তাহাতে দস্তখত করিব. ডাক্তের বন্দে দস্তখত করিয়াছি কহিয়া কোন ওজর করিব না. বাঙ্গালা কাগজে যে সকল মিছিল আদি লিখিয়া দিলাম ষ্টাম্প উপস্থিত হইলে পশ্চাৎ তাহাতে লিখিয়া দিব. ইতি মধ্যে গ্রাম মজকুরের কোন মোকদ্দমা আদালতে দরপেশ হইয়া মিছিলাদি হজুরে তলপ হয়, তাহাতে বাঙ্গালা কাগজে মিছিল হইয়াছে এ সববে যে জরিমানা হইবেক তাহা আমার জিম্মা, সরকারের সহিত কোন এলাকা নাহি. এতদর্থে আমল নামা লইয়া একরার লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ.

মহামহিম শ্রীযুত রামকৃষ্ণ তরফদার মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীআত্মারাম সূত্রধর কস্য ভাগ সওদা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. আমি আপনকার সহিত কাষ্ঠের কারবার করিতে শূন্যভাগী হইলাম. আপনকার স্থানে টাকা লইয়া কাষ্ঠ খরিদ বিক্রয় করিব. যখন যত টাকার দরকার হই-বেক তাহার সরবরাহ মহাশয় করিবেন. টাকা লইয়া কর্ম্মের আঞ্জাম আমি করিব. এবং খরিদ বিক্রয়ের জমা খরচ মহাশয়কে দফাদফা লিখিয়া বুঝাইয়া দিব. ইং কর্ম্মের

সুরু না° আখিরি মহলের বাজে খরচ ও বাসা খরচ ওগ°য়রহ যে হইবেক তাহা বাদে যত টাকা মুনফা থাকিবেক তাহার মধ্যে ।।৵ দশ আনা মহাশয় পাইবেন ।৵ ছয় আনা আমি পাইব, মহাশয়ের টাকা লইয়া মপস্বলে খরিদ বিক্রয় করিয়া বিলাত বরাত করিব না. যদি বিলাত করি তাহাতে বাকী আটকে তাহার নিশা নিজ আদায় হইতে করিব. মপস্বলে খরিদ বিক্রয়ের কোন প্রকার বিভি শাঠ্য করি ধর্ম্মতঃ পতিত হইব. এতদর্থে আপন খুসিতে পরস্পর ভাগ সওদা পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২১ তারিখ ৫ বৈশাখ.

মহামহিম শ্রীযুত প্রদ্যুম্ন রায় মহাশয় বরাবরেষু

লিখিত° শ্রীসেখ আলাবৃদ্ধি কস্য পাকা ইট সওদা পত্রমিদ° কার্য্যঞ্চাগে. আমি মহাশয়ের নিকট তিন লক্ষ পাকা ইটের সওদা করিলাম. মহাশয়ের বাটীর পূর্ব্বে বাচড়াতে ইটের খোলা করিয়া ঐ বাচড়াতে পাঁজা সাজাইয়া নাগাদ ১৫ মাঘের মধ্যে ইট পাকাইয়া দিব. ইহার দাম নাই পাটে দলে তাহারি মাফিক এই ইটের ফি লক্ষ ১২৫ এক শত পঁচিশ টাকার হিসাবে পাইব. টাকা প্রথম অর্দ্ধেক পাইব

আর আন্দাম মত পাইব. ইট পাকাইয়া দিয়া বেবাক টাকা হিসাব করিয়া পাইব. এতদর্থে পাকা ইটের দাদন লইয়া সওদা পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৩ শাল, তারিখ ১ ভাদ্র.

মহামহিম শ্রীযুত বাবু জগমোহন সেন মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীসেখ গুলমহামুদ গাড়িআল কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. মহাশয়ের বাটীর পশ্চিমে পদ্ম পুখ-রের ধারে মহাশয়ের তিন লক্ষ ইটের দুইটা পাঁজা আছে, তাহা আমি মহাশয়ের বাটীর কারখানার নিকট গাড়ি করিয়া ঢোলাই করিয়া দিব. ইহার মজুরি মোক্তা ৩৬ ছত্রিশ টাকাতে ফুরান করিয়া লইলাম. এই ক্ষণে ২২ বাইশ টাকা দাদন লইলাম, বাকী টাকা মজুরি আন্দাজ মাফিক পাইব. এ ইট ও যেস মাটি নাগাদ ১৫ মাঘ বেবাক ঢোলাই করিয়া দিব. ইহাতে আমার গাফিলিতে মহাশয়ের বাটীর কারখানা কামাই যায় তাহাতে যে মাল মসলা লোকশান হয় তাহার জিম্মা করিব. এতদর্থে ইট ঢোলাই ফুরান করিয়া দাদনের টাকা লইয়া একরার লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৩ শাল, তারিখ ২ কার্ত্তিক.

শ্রীশ্রীঈশ্বরোজয়তি

মহামহিম শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র
সরকার বরাবরেষু

ইয়াদি কিদ্ধ শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী সুচরিত্রেষু সরখত পত্র মিদং কার্য্যাগে আমার খরিদি তালুক মাটীয়ারি পরগনার নায়েবিতে তোমাকে মকরর করিলাম. তুমি পরগনা মজকুরে হাজের থাকিয়া মৌজোং জুজ পহুছাইয়া আবাদ তরদুদাদি করাইবা. প্রজা ও মকদ্দমা রাজি সাকের রাখিয়া তহশীলাদি করিবা. বেহুদ্দা বেমুদ্দা কোন কায করিবা না. ইতি.

[illegible]

মাটীয়ারি পরগনার মুহরিআন আমলা হয়, ও মৌজাহায়ের কর্ম্মচারিয়ান, ও মণ্ডলান্, ও রাইয়তান, প্রতিলেখনং কার্য্যঞ্চাগে শ্রীধনঞ্জয় বসুর পরিবর্ত্তে শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরীকে পরগনার নায়েবিতে বাহাল করা গেল. তোমরা চৌধুরীকে মজকুরের নিকট রুজু হইয়া কার্য্যের আঞ্জাম দিবা. ইহাতে কোনহ্ পুসিদা করিবা না. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ১১ ভাদ্র.

কবুলতি

মহামহিম শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র
রায় বাহাদুর বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগৌরমোহন বসোঃ——

কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে মহারাজার সরকারে খানগি দপ্তরের সেরেস্তাদারি খেদমতে আমাকে মকরর করিলেন. আমিহ খোসরেজায় কবুল করিলাম. বরওক্ত রুজু থাকিয়া কাগজ পত্রের সরবরাহ করিব. কাগজ পত্রের সরবরাহে ত্রুটি হয় তবে মাহিআনা বাজেআপ্ত. এবং কোন বাবুদে সরকারের ক্ষতি খতরা করি তাহার নিশা করিব. মাহিআনা মাফিক ইমসন বেসি পাইব. এতদর্থে কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, ১৯ ভাদ্র.

শ্রীশ্রীঈশ্বরো
জয়তি

কবুলতি

মহামহিম শ্রীযুত দেওয়ান মহাদেব
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের খরিদা তালুক পরগণে পাটপসারের

নায়েবি খেদমতে আমাকে মোকরর করিলেন. আমিহ্ খোস রেজায় কবুল করিলাম. পরগণা মজকুরের মৌজাং জুজ পহুঁছিয়া আবাদতরদুদ করাইয়া প্রজা রাজি রাখিয়া খাজানা তহশীল আদি করিয়া সদর তপসীল মাফিক মালগুজারির সরবরাহ করিব. ইহাতে কোন বাবুদে সরকারের নোকসান করি তাহার নিশা করিব. আর বেহদ্দা বেমুদ্দা কানবাজ করিব না. এতদর্থে পাট্টা লইয়া কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ১৩ আষাঢ়.

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ
শরণং

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীদেবনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় সদুদার চরিত্রেষু

জিলা নদীয়া

পরগণে মামজোয়ানি আমার জমিদারীর মধ্যে ডিহি রমানাথপুরদিগের ৩৭ মৌজেরকাত ৩৬৮৪৷৷৴০ ছত্রিশ

জাহার আটশত বেয়াল্লিশ টাকা দশ আনার মহলাতে তোমাকে নায়েবি কর্ম্মে মোকরর করিলাম. তুমি মফস্বল থাকিয়া ডিহি মজকুরের সকল বন্দোবস্ত ও উযুল তহসীল আদি কর্ম্মের আঞ্জাম করিয়া যে সকল মহল খাশ আছে, ও যেং মহলের ইজারার মেয়াদ পুরা হইয়াছে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া ঐ সকল মহলে তোমার নিজ তরফ খাতির জমার লোক দিয়া মহল মজকুরানের মালগুজারি ওগয়রহ কর্ম্মের আঞ্জাম লইবা. যখন ঐ সকল মহলে লোক নিযুক্ত করিবা তখন আমার অজ্ঞাতসার বহল করিবা না. আর পুষ্করিণী খননের সনন্দ ও দরি বাজে জমি কাহাকেও দিবা না. এবং সাবেক নাখরাজ দেবত্র ব্রহ্মত্র মহত্রাণ ওগয়রহ সনদি বহালি ভোগ প্রমাণ দখলি যাহারদিগের আছে তাহাতে কোন আপত্তি করিবা না. গ্রামহায়ের মণ্ডল আদি যদি কোন নাখরাজ ভোগির উপর দখলতি করিয়া বিবাদ উপস্থিত করে তাহার যথার্থ তজবীজ করিয়া হুজুরে এতেলা করিবা. হুজুরের হুকুম মাফিক তাহারদিগকে ছাড় চিঠী দিয়া জমি ছাড়াইয়া দিবা. কোন মহল দরি ইজারা দিতে হইলে ইজারদার মজকুরের সহিত জমার নির্দ্ধার্য্য করিয়া হুজুরে এতেলা করিবা. পরে হুজুরের হুকুম আমলে আনিবা. ইজারদারদিগের সহিত লিখিত পঠিত করিয়া লইয়া ইজারার সনন্দ দিবা. মাফিক আইন সমস্ত কর্ম্ম করিয়া ডিহি মজকুরের মধ্যে চোরী ডাকাতি ওগয়রহ হইলে জেলা মোকামে জজ সাহেব বরাবর এতেলা করিয়া তাহাতে

কোনমতে গাফিলি করিবা না. এবং জমীদারের উপরে পুলিসের কর্ম্মের সরবরাহ নিমিত্তে মাফিক আইন যে সমস্ত হুকুম আছে তাহাতে হুঁসীয়ার থাকিয়া কোনমতে ত্রুটি না হয় তাহা করিবা. আরং সকল কর্ম্মের আঞ্জাম মাফিক মনাসিব করিবা. মহল মজকুরের উপারে সাবেক দস্তুর সরঞ্জমী খরচ সেওয়ায় তোমার নিজ দরমাহা সিক্কা ৪৫ পঁয়তাল্লিশ টাকা পাইবা. এবং পরবি ওগায়রহ সাবেক দস্তুরে পাইবা. আর কর্ম্মানুসারে কোনভদ্রলোকের নিকটে কিম্বা জিলা মোকামে যাইতে হইলে সরকারী সওয়ারি ও বেহারা যে আছে তাহা পাইবা. এবং তাহাতে যে বাজে খরচ হইবেক তাহা সরকারে মজুরা পাইবা. এতদর্থে সনন্দ দিয়া নাএবি কর্ম্মে তোমাকে বহাল করিলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ২২ ভাদ্র.

মুহুরির কবুলতি

মহামহিম শ্রীযুত হরিনারায়ণ চৌধুরী
জমীদার মহাশয় বরাবরেষু

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সাং সিমলা

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কস্য কবুলতি পত্র মিদং সন ১২২৬ শালাব্দে লিখিনং কার্য্যঞ্চাগে. আপন

কার তালুক পরগনে রামপুর মৌজে রামেশ্বর পুর দিগর ৪ চারি মৌজে তিন সন করারে ইজারা লইলাম. ইজারার শালি আনা মাল গুজারি সন ১২২৬ শালে ১২৫৯।।৭ সন ১২২৭ শালে ১২৫৯।।৭ সন ১২২৮ শালে ১২৫৯।।৭ একুনে তিন সনের কাত সিক্কা ৩৭৭৮৷৷৵১ তিন হাজার সাত শত আটাত্তর টাকা নয় আনা একগণ্ডা জমাতে ইজারা লইলাম. মাফিক কিস্তিবন্দি সিক্কা পরথ সহি সনং কিস্তি ২ সরবরাহ করিব. মাস তলপের টাকা বাঙ্গলা মাসের ১০।২০।৩০। ত্রিশে তারিখে তিন কিস্তিতে দিব; ইহাতে তলবের যে বাকি থাকিবেক তাহার সুদ মাফিক আইন দিব. গর আমলি ও চাকরান বাজে আপ্ত ও নাজাই পতিত হাজা সুখা নদী সিকস্তী বালী চাপা পুলগত কোন দফার এ জমার মধ্যে নালিশ করিব না, তাহা করি সে না-মঞ্জুর. ইহা সেওয়ায় তন্না ও চাকরান বাজে আপ্ত ও মোকররি জমা ও দরি আয়মা দরি বাজে জমি ও বাজে-আপ্ত যে হইবেক তাহার আলাহিদা মাফিক কিস্তিবন্দি সরবরাহ করিব, কোন ওজোর করিব না. মফস্বল বেলমোক্তা পাট্টার কারণ সদরহইতে আমিন যাইয়া প্রজা লোকের জমা নিরিখ সুরত বেলমোক্তা পাট্টা হইয়া যে বেশী করিবেক তাহার আলাহিদা সরবরাহ করিব. এবং জামিনের সহিত একত্র হইয়া পাট্টার আঞ্জাম করিয়া দিব, গ্রাম সরঞ্জামী চাকর লোকের চাকরান জমি মহল মজকুরে যে আছে সদর বাজে আপ্ত না হইলে আপনহইতে কোন

মতে বাজেআপ্ত করিয়া লইতে পারিব না. গ্রাম সরঞ্জাম চাকরের-দিগকে আপন এক্তিয়ার সাবেক ছাড়াইতে পারিব না. কোন চাকরের তক্‌সীর হইলে পুলিসের কাছারিতে এবং আপনকার নিকটে দরখাস্ত করিয়া তাহার এওজী দোসরা চাকর নিযুক্ত করিব. কিস্তিং খাজানার সরবরাহের কসুর হইলে আপনি আপন এক্তিয়ারে তহসিলদার দিয়া তহসিল করিয়া লইবেন. ইহাতে আমার দরখাস্তের অপেক্ষা করিবেন না. তাহাতে তলপের বেবাক বাকি আদায় না হয় তবে আইনের হুকুম মাফিক তলপের বাকি সুদ সমেত আমি নিজ আদায়ে বিনা ওজরে সরবরাহ করিব. তহসিলদার দিয়াছ কহিয়া কোন ওজোর করিব না. তহসিলদারের মাহি আনা আমি দিব তাহা বাকির মধ্যে নালিশ করিব না. মহল মজকুরের মধ্যে বাজে জমি যে আছে তাহা কোরক রাখিয়া আপনকার ফসল ছাড় চিটী না পাইলে ফসল কাহাকে ও ছাড়িয়া দিব না. দরি বাজে জমি ও পুষ্করিণীর খননের সনন্দ আপন এক্তিয়ারে কাহাকে ও দিব না. দেই এমন পুমাণ হয় তাহা না মঞ্জুর খামারের বৃক্ষাদি যে আছে তাহা ছেদন করিব না, এবং কাহাকেও ছেদন করিতে দিব না, দেই অথবা আপনি কাটি হজুরে দরখাস্ত করিব. বিনা হজুরের অনুমতিতে তাহা করি তবে তাহার যে মুল্য হইবে তাহা নিজ আদায়ে দিব. বিলাত বজায় রাখিয়া পুজালোকের স্থানে ওয়াজিবী মালগুজারি লইব অন্যায়

করিয়া ফাজিল লইব না. যদি লই এমতে কোন পুজা আদা লতে নালিশ করে তাহার খরচ খরচা ওগায়রহ আমার জিম্বা সরকারের সহিত কোন এলেকা নাহি মহল মজকুরের নয়া জিমা কাগজ সন আখিরিতে আপনকার কছারি বরাবর দাখিল করিয়া দিব. পুলিস ও কালেক্টরি ও আদালতহায়ের মধ্যে যে কাগজ তলপ হইবেক তাহা তৎক্ষণাৎ দাখিল করিয়া দিব. দাখিল না করি তাহাতে সদর হইতে জরিবানার হুকুম হয় সে আমার জিম্বা সরকারের সহিত তাহার কোন এলেকা নাহি. যে জমা দস্তখত করিয়াছি আখিরি না• মালগুজারি বেবাক না হয় তবে মহাশয় মহল মজকুরের দোসরা বন্দোবস্ত করিয়া বিলিবন্দি করিবেন তাহাতে যে খেসারত হইবেক তাহার নিসা আমি করিব. মালগুজারির মালজামিন ফতেপুর সাকিনের শ্রীকালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিলাম তিনি ও খোসরেজায় জামিনি লিখিয়া দিলেন. মাফিক বরওক্ত রুজু থাকিয়া সকল কর্ম্মের সিরবরাহ করিব. এতদর্থে ইজারাপাট্টা লইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সমর তারিখ ১৪ বৈশাখ.

[illegible]

মহামহিম শ্রীযুত জমিদার কৃষ্ণানন্দ রায় মহাশয় মহোগ্র প্রতাপেষু,

লিখিতং শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. জিলা নদীয়া পরগণে মাম জোয়ানি মহাশয়ের জমিদারির মধ্যে ডিহি রমানাথপুরদিগরে ৩৭ মৌজার কাং ৩৬৮৪২।।৵ ছত্রিশ হাজার আটশত বেয়াল্লিশ টাকা দশ আনার মহলাতে নায়েবি কর্ম্মে আমাকে মোকরর করিলেন. আমি মপস্বল থাকিয়া ডিহি মজকুরের বন্দোবস্ত ও উষুল তহশীল আদি সকল কর্ম্মের আঞ্জাম করিব. যে সকল মহল খাস আছে ও যেং মহলের ইজারার মেয়াদ পুরা হইয়াছে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া ঐ সকল মহলে আমার নিজ তরফ খাতির জমার লোক দিয়া মহল মজকুরানের মালগুজারি ওগয়রহ কর্ম্মের আঞ্জাম লইব. যখন ঐ সকল মহলে লোক নিযুক্ত করিব তখন মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে বহাল করিব না. আর পুষ্করিণী খননের সনন্দ ও দরি বাজে জমি কাহাকে ও দিব না. এবং সাবেক লাখরাজ দেবত্র

বুক্কত্র মহত্ত্রাণ ওগয়রহ সনদি বহালি ভোগ প্রমাণ দখলি যাহারদিগের যে আছে তাহাতে কোন আপত্তি করিব না. গ্রামহায়ের মণ্ডল আদি যদি কোন লাখেরাজ ভোগির উপর দখলন্তি করিয়া বিবাদ উপস্থিত করে তাহার যথার্থ তজবীজ করিয়া হজুরে এত্তেলা করিব; হজুরের হুকুম মাফিক তাহারদিগকে ছাড় চিটী দিয়া জমি ছাড়াইয়া দিব. কোন মহল যদি ইজারা দিতে হইলে ইজারদার মজকুরের সহিত জমার নির্দ্ধার্য্য করিয়া হজুরে এত্তেলা করিব. পরে হজুরের হুকুম আমলে আনিয়া ইজারদারদিগের সহিত লিখিত পাঠত করিয়া লইয়া ইজারার সনন্দ দিব. মাফিক আইন সমস্ত কর্ম্ম করিব. ডিহি মজকুরের মধ্যে চোরী ডাকাতি ওগয়রহ হইলে জিলা মোকামে জজ সাহেব বরাবর এত্তেলা করিব তাহাতে কোন মতে গাফিলি করিব না. এবং জমিদারের উপরে পুলিসের কর্ম্মের সরবরাহ নিমিত্তে মাফিক আইন যে সমস্ত হুকুম আছে তাহাতে হুঁসিয়ার থাকিয়া কোন মতে ক্রটি না হয় তাহা করিব. আরং সকল কর্ম্মের আঞ্জাম মাফিক মনাসিব করিব; মহল মজকুরের উপরে সাবেক বদস্তুর সরঞ্জামী খরচ সেওয়ায় আমার নিজ দরমাহা সিক্কা ৪৫ পঁয়তাল্লিশ টাকা পাইব. এবং পরবি ওগয়রহ সাবেক দস্তুরে পাইব; আর কর্ম্মানুরোধে কোন ভদ্রলোকের নিকটে কিম্বা জিলা মোকামে যাইতে হইলে সরকারী সওয়ারি ও বেহারা যে আছে তাহা পাইব. এবং তাহাতে

যে বাজে খরচ হইবে তাহা সরকারে মজুরা পাইব; এতদর্থে কবুলতি লিখিয়া দিয়া সনন্দ লইয়া নায়েবি কর্ম্মে বহাল হইলাম. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ২২ ভাদ্র.

শ্রীরাম
শ্রীহরি

মহামহিম শ্রীযুত হরনারায়ণ চৌধুরী
তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু.

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টো
পাঁয়ায় সাং নিমতা.

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কস্য দরখাস্ত পত্রমিদং সন ১২২৬ বার শত ছাব্বিশ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. পরগণে রামপুর মৌজে রামেশ্বর পুরদিগরে ৪ মৌজে আপনকার তালুক. ঐ চারি মৌজের কাৎ জমা ১২৬২৷৷৭ বার শত বাবাট্ট টাকা আট আনা সাত গণ্ডা খুব সমজায়িয়া দরখাস্ত করিলাম. হাজা শুখা নদী সিকস্তি বালি চাপা ও পুলগত ও চাকরাণ বাজে আপ্তি ও নাজাই পতিত. এই সকল বিষয়ের দরখাস্ত জমার উপর কোন ওজর করিব না. ইহার সেওয়ায় উন্না ও চাকরাণ ও মোকররী জমা ও দরি আয়মা ও দরি বাজে জমি বাজে আপ্তি যে হইবেক তাহার মাহাফিক কিস্তিবন্দি আলাহিদা সরবরাহ করিব. মালগুজারির মবলগা মজকুরের মালজামিন ফত্তেপুর সাকিনের শ্রীকালীকিশোর বন্দ্যো-

পাধ্যায়কে দিব; এতদর্থে জমা খুর সমজারিয়া দরখাস্ত পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সন্বর তারিখ ১৪ বৈশাখ.

ইজারা পাট্টা

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত কৃষ্ণ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সদুদার চরিত্রেষু,

শ্রী... প্রসাদ চৌধুরী তালুকদার.

ইজারা পট্টক পত্রমিদং সন ১২২৬ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. পরগণে রামপুর মৌজে রামেশ্বর পুরদিগরে চারি মৌজারকাত; জমা ৩৭৮৭॥/১ তিন হাজার সাত শত সাতাশি টাকা নয় আনা এক গণ্ডা জমাতে তোমাকে তিন সন মেয়াদে ইজারা দেওয়া গেল. সন ১২২৬ শাল ১২৬২॥৭ গণ্ডা, সন ১২২৭ শাল ১২৬২॥৭ গণ্ডা, সন ১২২৮ শালে ১২৬২॥৭ গণ্ডা, একুনে ৩৭৮৭॥/১ তিন হাজার সাত শত সাতাশি টাকা নয় আনা এক গণ্ডা মালগুজারি করিয়া মপস্বল গ্রাম মজকুরানের দখলকার হইয়া মাফিক কিস্তিবন্দি সিক্কা পরক সহি সন বরসন মাসং মাহাফিক কিস্তি সরবরাহ করিব. তোমার ইজারার কবুলতির লিখিত মত সকল কার্য্যের আঞ্জাম করিব কোনহ বিষয় তফাত করিব না. যে জমাস্থিত ইজারা লইব মুদ্দত বাদে ঐ স্থিত

বজায় রাখিয়া বেশী নজর হয় এমত করিব. পুজা লোককে কোন মতে কমি দিব না, পুজারিদিগকে বজায় ও রাজি রাখিয়া মাফিক আইন সকল কার্য্য করিবা. হাজা সুকা না জাই পতিত. কোনহ দফার নালিষ করিবা না; তাহা করহ সে না মঞ্জুর. এতদর্থে তিন সন মেয়াদে ইজারার কবুলতি লইয়া পাট্টা লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সদর তারিখ ১৪ বৈশাখ.

রামেশ্বরপুর———	১
কড়িগাছি———	১
দফরপুর———	১
ফতেপুর———	১
	৪

মবলগে চারি মৌজার.

ডৌল পাট্টা

জমিদার শ্রীমহেশনাথ চৌধুরী
মবলগে বাইশ বিঘা জমির
কাৎ জমা তেত্রিশ টাকা এগার
আনা চারি গণ্ডা মাত্র.

রুপেয়া পরগণে রামপুর মৌজে কাশীপুর সন ১২২৬ শাল, তারিখ ৮ ভাদ্র. পুত্রা শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল.

আসামী	জমি	কাৎ
	জুমলা	তঙ্কা
পশ্চিম মাটে দং হারাণ		
সেখের জোতের জমি. - -	১২।২	২৪॥৶৪
দং খামার: - -	৯॥৩	৯৲
	২২/০	৩৩॥৶৪

মবলগে বাইশ বিঘা জমির কাৎ সিককা তেত্রিশ টাকা এগার আনা চারি গণ্ডা জমাতে তোমাকে বেলমোক্তা পাট্টা দিলাম, মাফিক কিস্তিবন্দি মালগুজারি করিয়া জমি মজকুর আবাদ তরদুদ করিয়া ভোগ দখল করহ. হাজা সুকা না জাই পতিত. কোন দফাতে নালিষ করিবা না, নালিষ করহ, সে না মঞ্জুর. যখন ইহার সেওয়ায় দরি অঙ্ক হারহারি

উপস্থিত হয়, তাহার সরবরাহ আলাহিদা করিবা. ইতি সন সদর তাং‍সদর.

জায় কিস্তিবন্দী

মাহ বৈশাখ	২	মাহ কার্ত্তিক	৪
জ্যৈষ্ঠ	৩	অগ্রহায়ণ	৫
আষাঢ়	২	পৌষ	৩
শ্রাবণ	৪	মাঘ	২৸৴৪
ভাদ্র	৪		১১৷৷৴৪
আশ্বিন	৪		১৯
	১৯		৩৩৷৷৴৪

মবলগে তেত্রিশ টাকা এগার আনা চারি গণ্ডা মাত্র.

মহামহিম শ্রীযুত হরনারায়ণ চৌধুরি তালুকদার মহাশয়, বরাবরেষু.

ইজারার মালজামিন.

শ্রীকালীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং. ফতেপুর.

লিখিতং শ্রীকালীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কস্য মাল জামিন পত্র মিদং. সন ১২২৬ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. পরগণে

রামপুর মৌজে রামেশ্বর পুর দিগর, ৪ মৌজে আপনকার তালুক, ঐ মৌজে মজকুর হায়, নিমতা সাকিনের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তিন সন করারে আপনকার স্থানে ইজারা লইলেন. ইজারার জমা, সন ১২২৬ শালে, ১২৬২।৯. সন ১২২৭ শালে, ১২৬২॥৭. সন ১২২৮ শালে, ১২৬২॥৭. একুনে তিন শালের কাৎ ৩৭৮৭॥৶১ তিন হাজার সাৎ শত সাতাশি টাকা নয় আনা এক গণ্ডা মালগুজারি সেওয়ায় থানা বেরিজি চাকরান বাজেআপ্তি ও দরি আয়মা, ও মকররি জমা, ও তন্খা, ও নগদ বরাৎ, ও দরি বাজে, জমি বাজে আপ্তি হইয়া বেশী যে হইবেক, ও মহপস্বল প্রজা লোকের জমার নিরিখ সুরৎ, বেলমোক্তা পাট্টা হইয়া যে জমা বেশী হইবেক তাহা সমুদায় সর্ব্বশুদ্ধা মবলগে তলপ মালগুজারির মাল জামিন আমি আপন খুসিতে হইলাম. মাফিক কবুলতি ও কিস্তিবন্দী যে২ তলপ হইবেক, মোকদ্দমা মজকুর, তাহার সরবরাহ করিবেক. যে কিস্তি সরবরাহ করিতে না পারিবেক, বিনা ওজোরে তলপের বাকি আমি আদায় করিব, ৺ নাকারার মোকর্দ্দমা গরহাজীর হয়, অথবা ফোত হয়, তাহা হইলে মহল মজকুরের সুমুর্দ্দৎ পর্য্যন্ত দাখিলকার হইয়া মোকর্দ্দমের কবুলতি ও কিস্তিবন্দী মাহফিক, বিনা ওজোরে সরবরাহ করিব. বাকিয়াত মোকদ্দমের দস্তখত হয় নাহি কহিয়া, কোন ওজোর করিব না. সরবরাহের

কসুর হইলে, তহখরচা হয়, কিম্বা বেহুরমত হই, তাহার নালিষ কোথাও করিব না. মাস তলপের, কিম্বা সন আখিরির বাকি আটক হইলে জিলা মোকামে আদালতে নালিষ করেন. তাহাতে হাজীর থাকিয়া মোকদ্দমার নিসা করিব. এবং সরবরাহে কসুর হইলে, আমার মালামাল ও আকর আদি মহাশয় আপন এক্তিয়ারে বিক্রয় করিয়া লইবেন. তাহাতে বাকির আঞ্জাম না হয়, আমি কোন প্রকারে আদায় করিব. এতদর্থে আপন খুসিতে, মোকদ্দমা মজকুরের তিন সন মেয়াদি ৪ মৌজের ইজারার মালগুজারির মাল জামিন হইয়া, জামিনতি লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সদর তাং ১৫ বৈশাখ

ইসাদী

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস. শ্রীকৃপারাম দত্ত.

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দে. সর্ব্ব সাং ফলনা.

ইজারার জমার দিকসি.

ডাকের বন্দ মৌজে রামেশ্বরপুর দিগর পরগণে রামপুর সন ১২২৬ শাল তাং ১৪ বৈশাখ.

আসামী	জুমলা মৌজে	কাৎ জমা	বাদ মহকুপ সরঞ্জামী	বাকি জমা
নিজ রামেশ্বরপুর	১	৮৫৬৶৹৭		
কাঙ্গাছী	১	২৪৮৲		
দফরপুর	১	৩৮৷৹		
ফতেপুর	১	১৬০৶৹		
	৪	১৩০৩৷৷৭	৪১	১২৬২৷৷৭

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সাং নিমতা.

মবলগে চারি মৌজের কাৎ শালিয়ানা বার শত বাষট্টি টাকা আট আনা সাত গণ্ডা জমাতে তিন সন মেয়াদে ইজারা লইলাম. মবলগা মজকুর মালগুজারি, সন ১২২৬ শালে, ১২৬২৷৷৭. সন ১২২৭শালে, ১২৬২৷৷৭. সন ১২২৮ শালে, ১২৬২৷৷৭. একুনে ৩৭৮৭৷৷৶১. তিন হাজার সাত শত সাতাশী টাকা নয় আনা এক গণ্ডা, জমা মালগুজারি সিককা পরক সহী সনজাই মাফিক কিস্তিবন্দী মাস২ কিস্তি২ বিনা ওজর সরবরাহ করিব. মালগুজারির মাল জামিন, ফতেপুর সাকিনের শ্রীকালীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিলাম. জমা সময়ারিয়া দস্তখৎ করিলাম. হাজা শুকা নদী সিকস্তি বালি চাপা ওগায় রহ ও চাকরান বাজেআপ্তি কোনহ দফায় ওজর করিব না. মাফিক কিস্তিবন্দী বাঙ্গালা মাসের ১০ দশই ২০ বিশই

৩০ ত্রিশ। তিন কিস্তিতে বেবাক দিব. যে কিস্তির সরবরাহের কসুর হইবেক, বাকি টাকা ২ মাসের ১ পহিলা তারিখ হইতে দরমাহ ফিশতে ১ এক টাকার হিসাবে শুদ দিব. কিস্তিবন্দীর বাকি পড়িলে, আমার দরখাস্তের অপেক্ষা না করিয়া, আপন এক্তিয়ারে মহল মজকুরে তহশিলদার দিয়া, তহশিল করিয়া লইবেন. তহশিলদারের হামরাও আমার তরফ মুহরির রুজু হইয়া বাকি আদায় করিবে. তাহাতে যদ্যপি মুহরির রুজু করিয়া না দেয় তবে তহশিলদার যে উসুল সুরৎ কাগজ দিবেক, তাহাই মঞ্জুর করিয়া লইব. মোকাবিলার ওজর করিব না. তহশিলদারের মায় আমলার মাহিনা মাফিক বরাওর্দ্দ আমি দিব. তহশিলদার মোকোরর করিয়াছেন বলিয়া বাকির মধ্যে কোনহ নালিষ করিব না. নালিষ করি, সে না মঞ্জুর. বেলমোক্তা পাট্টার কারণ আমিন সদর হইতে যাইয়া নিরিক সুরৎ যে জমা বেশী করিবেক, আলাহিদা তাহার সরবরাহ করিব. দরি বাজে জমি কাহাকেও দিব না. বৃক্ষাদি বিনা হুকুমে কাটিব না, এবং কাহাকেও দিব না. সিমানা সরহদ্দ আমল মামুল মাফিক দখল করিব. প্রজারদিগকে রাজি রাখিয়া সকল কার্য্য করিব. যে জমাস্থিতে ইজারা লইলাম, মুদ্দৎ বাদে এই স্থিত বজায় রাখিয়া ছাড়িব. আদালৎ ফৌজদারী ওগায়রহ যখন যে মত হুকুম হইয়া কাগজাত তলপ হইবেক,

তত্ক্ষণাৎ দাখিল করিব. মাফিক আইন সমস্ত কর্ম্ম করিব. বেআইন কোন কার্য্য করিব না. তাহা করি, তাহাতে কোন মোকদ্দমা আদালতে দরপেষ হয়, তাহার জবাব ও খরচ খরচা আমার জিম্মা. এতদর্থে দরখাস্ত দিয়া জমা সমঝাযিয়া ডাকের বন্দে দস্তখত করিলাম. ইতি. সন সদর তাং সদর.

ইজারার কিস্তিবন্দী.

মহামহিম শ্রীযুৎ হরনারায়ণ চৌধুরী তালুকদার মহাশয়, বরাবরেষু.

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কস্য কিস্তিবন্দী পত্রমিদং সন ১২২৬ শালাব্দে, লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. পরগণে রামপুর, মৌজে রামেশ্বরপুর দিগর, ৪ চারি মৌজা ইজারা লইয়া ফতেপুর সাকিনের শ্রীকালীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাল গুজারির মাল জামিন দিয়া কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলাম. ইতি. সন সদর, তারিখ ১৪ বৈশাখ.

Samp 4342 dt- 8/10/09

আসামী. তিন সনের কাৎ.	জমাজুমলা.	সন ১২২৬ শালের জায়.	সন ১২২৭ শালের জায়.	সন ১২২৮ শালের জায়.
বি·দস্তখতি তিন বৎসরের কাৎ নতি.	৩৭৮৭৷৵১	১২৬২৷৷৭	১২৬২৷৷৭	১২৬২৷৷৭

জায় কিস্তিবন্দী, মবলগে তিন হাজার সাৎশত সাতাশি তঙ্কা নয় আনা এক গণ্ডা. ইতি.

জ্যৈষ্ঠ ৵০	৪৭৪	১৫৮	১৫৮	১৫৮
শ্রাবণ ৶০	৭০৮	২৩৬	২৩৬	২৩৬
আশ্বিন ৷০	৯৪৮	৩১৬	৩১৬	৩১৬
পৌষ ৷৶০	১৪২২	৪৭৪	৪৭৪	৪৭৪
মাঘ ৴০	২৩৫৷৵১	৭৮৷৷৭	৭৮৷৷৭	৭৮৷৷৭
	৩৭৮৭৷৵১	১২৬২৷৷৭	১২৬২৷৷৭	১২৬২৷৷৭

ফিসনে বারশত বাষট্টি টাকা আটআনা সাৎ গণ্ডা

মবলগে তিন সনের কাৎ, তিন হাজার সাৎ শত সাতাশি তঙ্কা নয় আনা এক গণ্ডা, সন জায়, সনং জমাতে মেয়াদি ইজারা লইলাম. মাফিক কিস্তিবন্দী মাসং তলপ টাকা না৹ ত্রিশা মালগুজারি করিব, কিস্তি খেলাফ হয়, মাফিক

আইন সুদ দিব. এতদর্থে আপন খুসিতে তিন সন করারে, ইজারা লইয়া কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলাম. ইতি সন সদর.

ইসাদী.

শ্রীপদ্মলোচন রায় শ্রীবেহারিলাল সরকার

শ্রীরামকিঙ্কর বসু সর্ব্ব সাং ফলনা.

ইজারার পাট্টা.

তালুকদার শ্রীরুদ্রনারায়ণ চৌধুরী

পরগণে রামপুর, মৌজে রামেশ্বরপুর, দিগর ৪ মৌজের কর্ম্ম চারি ও পাইক ও মণ্ডল ও প্রজা বর্গাণাং প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে. মৌজে, মজকুরান্ নিমতা সাকিনের শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে, ইস্তক সন ১২২৬ শাল নাগাদি সন ১২২৮ শাল তিন সন মেয়াদে ইজারা দেওয়া গেল, অতএব তোমারদিগকে লেখা যাইতেছে, তোমরা ইজাদার মজকুরের নিকট হাজীর হইয়া লওয়াজিমা কাগজ পত্র ও মাল খাজানা ওগয়রহ সকল দফার আঞ্জাম দিবা. কোন বিষয় প্রুবিদা না করিবা. ইতি. সন ১২২৬ শাল, তারিখ ১৪ বৈশাখ.

মৌজে রামেশ্বরপুর——১

মৌজে কাউগাছী ——১

মৌজে দফরপুর——১

মৌজে ফতেপুর——১

৪

মবলগে চারি মৌজে.

জমিদারের পরওয়ানা.

সাঁতুর পরগণার তরফ কৃষ্ণনগরের কর্ম্ম চারিয়ান্, ও মণ্ডলান্, ও রাইয়াতান্, প্রুতি বেদানন্দ আগে, তরফ মজকুরের একান্দাজ জব্দের আমিন, শ্রীবৈষ্ণবচরণ মিত্রকে করিয়া দেওয়া গেল. তোমরা মিত্র মজকুরের নিকট রুজু হইয়া জমি জব্দ করাইয়া দিবা. ইহাতে পিনাহ্ পুষিদা করিবা না. ইহাতে অন্য মত না হয়. ইতি. সন ১২২৬ শাল ২ মাঘ.

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ

চতুর্থ খণ্ড,

আরজী—নং ১৫৬

আদালতের দরখাস্ত প্রভৃতি

শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার
সাং শ্যামগঞ্জ

পরগনে রাণীহাটী মৌজে শ্যামগঞ্জ শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদারের আরজ নিবেদন. ঐ পরগনার লক্ষ্মীপুর সাকিনের শ্রীরাজনারায়ণ সূত্রধর এবং আমার পিতা ৺রামহরি তরফদার দুইজনার অদ্ধার্দ্ধ ভাগ সওদা সন ১২২১ শাল নং সন ১২২৫ শাল, কাষ্ঠের কারবার কারণ আমার পিতার সহিত ঐ সূত্রধর মজঙ্গর শূন্যভাগী থাকিয়া ইংকর্ম্মের সুরু নাং আখিরি ও কাটাই ওগায়রহ খরচ কারণ দফা ২ ১৩১ এক শত একত্রিশ টাকা আমার পিতার স্থানে আপন জিম্মা করিয়া লয়; তাহার তামামের খরচ সিক্কা ৬৫ পঁয়ষট্টি টাকা উসুল বাদে বাকি ৬৬ ছেষট্টি টাকা সূত্রধর মজকুরের তহবিল আছে. এক্ষণে আমার পিতার প্রাপ্তি হইয়াছে সূত্রধর

মজকুর সরারতি করিয়া টাকা আদায় করে না; অতএব নিবেদন শ্রীযুৎসাহেব চাকলার খাবিন্দ আমি গরিব আসামী মজকুরকে হজুর তলব করিয়া আমার হক দেলাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়. ইহা জোনাবে নিবেদন করিলাম ইতি সন ১২২৬ শাল তারিখ——২৭ মাঘ——

মোহর.

এতলা নামা আদালতে দেওয়ানী জেলা বর্দ্ধমান সন ১৮১৯ শাল ইংরাজি সন ১২২৬ শাল তারিখ ২০ আগষ্ট মতাবকে বাঙ্গালা ৫ ভাদু আসামী আত্মারাম ছুতার মালুম করিবা. পরগনে রাণীহাটী শ্যামগঞ্জ সাকিনের শ্রীবিশ্বম্ভর অধিকারি তোমার নামে কাষ্ঠের ভাগ সওদায় পাওনা বাবদ ৬৬ টাকার দাবিতে ১২৬৭ নম্বরে আরজী দিয়া নালিশ করিয়াছে. অতএব তোমাকে লেখা যায় ১২ রোজ মেয়াদের মধ্যে আদালতে হাজীর হইয়া ফৈরাদি মজকুরের নালিশের জবাব জবাবনামা দাখিল করহ ইতি.

মেয়াদ
১২ রোজ

রপ্ত ২৩ আগষ্ট——
মেয়াদ ১২ রোজ——
জী. আদালতের নাজির——
মিরকলিম——

জামিনতি—নং—১২৬৭

মহামহিম শ্রীযুৎ জেলাবর্দ্ধমান জজ সাহেব বরাবরেষু

শ্রীরাধামোহন সরকার
সাং পাহাড়পুর

লিখিতং শ্রীরাধামোহন সরকার কস্যজামিনতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. পরগনে রাণীহাটী মৌজে শ্যামগঞ্জ সাকিনের শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার ঐ পরগনার লক্ষ্মীপুর সাকিনের শ্রীআত্মারাম সূত্রধরের নামে কাষ্ঠের ভাগ সওদার পাওনা বাবুদী সিক্কা ৬৬ ছেষাট্টি টাকার দাবিতে ১২৬৭ নম্বরে একফিতা আরজী দিয়া নালিশ করিয়াছে; অতএব আমি আপন খুসিতে সূত্রধর মজকুরের জামিন হইলাম, সূত্রধর মজকুর ইং মোকদ্দমার সুরু নাং আখিরি আদালতে হাজীর থাকিয়া আপন মোকদ্দমার শওয়াল জবাব করিবেক ইহার মধ্যে গরহাজীর হয় হাজীর করিয়া দিব, হাজীর করিতে না পারি ফরিয়াদী মজকুরের পাওনা মায় খরচা যত টাকা হইবেক তাহা আমি বিনা ওজোরে নিজে আদায় করিব. সূত্রধর মজকুর গরহাজীর হইয়াছে কহিয়া কোন ওজোর করিব না, ওজোরকরি সে নামঞ্জুর

এতদর্থে আপন খুসিতে জামিন হইয়া জামিনতি পত্র লিখিয়া দিলাম. ইতি——সন ১২২৬ শাল ১১ ভাদ্র—

ইসাদী

শ্রীহরপ্রসাদ গঙ্গ
সর্ব্বসাং

শ্রীরামধন সিংহ
খড়দহ

ওকালত নামা নং ১২৬৭

মহামহিম শ্রীযুৎ জেলাবর্দ্ধমানের জজ সাহেব বরাবরেষু.

শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার
সাং শ্যামগঞ্জ

লিখিতং শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার কস্য ওকালত নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে. রাণীহাটী পরগনার লক্ষ্মীপুর সাকিনের শ্রীআত্মারাম সূত্রধরের নামে কাষ্ঠের ভাগসওদার পাওনা বাবুদী ৬৬ টাকার দাবিতে ১২৬৭ নম্বরে আদালতে আরজী দিয়া নালিস করিয়াছি, অতএব ঐ মোকদ্দমার সওয়াল জবাব কারণ আমার তরফ সেরেস্তার উকিল শ্রীগঙ্গাগৌরাঙ্গ ঘোষজা মহাশয়কে উকিল মোকরর করিলাম; উকিল মজকুর বরওক্ত আদালতে হাজীর থাকিয়া আমার তরফ আদালতে যে সওয়াল জবাব ও কাগজেতে দস্তখত করিবেন তাহা

আমার কবুল ও মঞ্জুর এতদর্থে আপন খুসিতে উকিল দিয়া ওকালৎ নামা লিখিয়া দিলাম. ইতি সন ১২২৬ শাল তাং ১২ ভাদ্র.

ইসাদী

শ্রীকৃষ্ণমোহন দত্ত
সাং হাটগাছি.

শ্রীগঙ্গাহরি ঘোষ
সাং তস্য

জবাব নং—১২৬৭

১২৬৭ নম্বরে রাণীহাটী পরগনার শ্যামগঞ্জ সাকিনের বিশ্বম্ভর তরফদার কাষ্ঠের কারবারে ভাগসওদার বাকি ৬৬ ছেয়াট্টি টাকার দাবিতে আমার নামে যে নালিষ করিয়াছেন তাহার জবাব.

লিখিতং শ্রীআত্মারাম সূত্রধর কস্য দরজবাব পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. ফরিয়াদী আমার নামে যে দাবি করেন সে তামামি খেলাপ; অতএব নীচের তপশীলের দফা ওয়ারি জবাবে মোলাহিজা ফরমাইয়া আদালতে হুকুম হয়.

১ দফা.—ফরিয়াদী মজকুর আরজিতে লিখেন যে আমার পিতা ৺ রামকৃষ্ণ তরফদারের সহিত সূত্রধর মজকুর কাষ্ঠের কারবারের শুন্যভাগি ছিল; সে পুমাণ বটে, কিন্তু ফরিয়াদী মজকুরের পিতা যে কিস্তীতে যত টাকা আমাকে দিতেন

তাহা আমার গোমাস্তার স্থানে বুঝিয়া লইয়া পুনর্ব্বার টাকা দিতেন. এইরূপ প্রকার ইং সন ১২২১ শাল নাং সন ১২২৪ শাল কারবার করিয়াছেন; তাহার বাকি আমার স্থানে রাখেন নাই.

২ দফা.—সন ১২২৫ শাল ফরিয়াদীর পিতা আমার স্থানে রসিদ লইয়া যত টাকা আমাকে দিয়াছিলেন, আপনি বেমার হইবাতে আমার গোমাস্তা রামকানাই সরকারকে ও আমাকে তলপ করিয়া কহিলেন, যে আমি বড় বেমার, আমার হিসাবি যে টাকা তোমার স্থানে বাকি আছে তাহা আমাকে বেবাক দেহ. তাহাতে আমি কহিলাম যে এক্ষণে নগদ টাকা মজুদ নাই অতএব টাকা কি প্রকারে দিতে পারি? কিন্তু মহাশয়ের হিসাবি বাকি টাকা জ্বালানি কাষ্ঠ ও গড়ন কাষ্ঠ ও তক্তা ইত্যাদি রকমে জোড়া আছে; কিছু দিন মেয়াদ পাইলে ঐ সকল রকম জিনীস বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতে পারি. ফরিয়াদীর পিতা এ কথা মাতবর না করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি আপন এক্তিয়ারে বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন. এক্ষণে ফরিয়াদী মজকুর অতি ফেরেবি লোক, কেবল আমাকে ব্যামহ দিবার কারণ নষ্টতা করিয়া হজুরে মিথ্যা ইজাহার করিয়াছেন.

৩ দফা.—ফরিয়াদী মজকুরের পিতা যে ওক্তে ঐ সকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া লন, তাহার মাতবর গোয়াই আছে; এবং আমার গোমাস্তা সরকার মজকুরের স্থানে তাহার জমা খরচের

কাগজাত আছে. তাহা রুবকারের ওক্তে জোনাবে দাখিল করিব. মোলাহিজা করিলেই ফরিয়াদী মজকুরের নালিষের খেলাপ জোনাবে ছাপ রৌসন হইবেক. ইতি, সন ১২২৬ শাল ২২ ভাদ্র.

জবাবল জবাব নং—১২৫৭ জবাব

শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার বং শ্রীগোপীনাথ ঘোষ উকিল

রাণীহাটী পরগনার লক্ষ্মীপুর সাকিনের শ্রীআত্মারাম সূত্রধর ৬৬ ছেষট্টি টাকার দাবির মোকদ্দমার যে দরজবাব দেয় তাহার জবাবল জবাব.

লিখিতং শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার কস্য জবাবল জবাব পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে. আসামী মজকুর যে জবাব দিয়াছে সে তামামি বে আসল ও বে বুনিয়াদ; বরং সরাসর মিথ্যা তাহার জবাবল জবাব নীচের দফাওয়ারিতে লিখিতেছি; জোনাবে ছাপ রৌসন হইবেক.

১ দফা.—আসামী মজকুর আপন জবাবে লিখে যে ফরিয়াদীর পিতা যখন যত টাকা আমাকে দিতেন তাহার হিসাব আমার গোমাস্তার স্থানে বেবাক বুঝিয়া লইয়া পুনর্ব্বার টাকা দিতেন; এ তামামি খেলাপ. খোদাবন্দ কারবারের এমত দস্তুর নহে

যে কিস্তিং টাকা ফরসা করিয়া লয়. কারবারের ইং সুরু নাং আখিরি হইলে গোমাস্তার কাগজ নিকাশ করিয়া দেনা পাওনার বুঝ সুজ করে; এইমত ধারা আছে. আসামী লিখে যে কিস্তিং রফা হইয়াছে; এ অতি বেজায়, অর্থাৎ এক মাসে কমবেস দশ কিস্তি টাকা লয়; কিন্তু জিনীস বিক্রী তামাম না হইলে কিস্তিং দেনা পাওনা কি রূপে শুধরাইতে পারে. অতএব গোমাস্তার কাগজ তলপ করিলে আসামী মজকুরের ফেরেব ও নষ্টামী করিয়া আমার হক পয়মালের এরাদা ছাপ জোনাবে রৌসন হইবেক.

২ দফা.—আসামী মজকুর জবাবে লিখে আমার পিতা বেমার হইয়া তাহারদিগকে তলপ করিয়া বাকির তাগাদা করিয়া আসামী মজকুরের মজুদ জ্বালানি কাষ্ঠ ও গড়ন কাষ্ঠ ও তক্তা ইত্যাদি আপন এক্তিয়ারে বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন; এ অতি অন্যায়. সন ১২২৫ শালে আমার পিতা বেমার হইয়া আসামীর গোমাস্তাকে ও আসামীকে তলপ করিয়া টাকার তাগাদা করিয়াছিলেন, সে প্রমাণ বটে, কিন্তু সে ওক্তে আসামী মজকুর টাকা না দিবাতে আমার পিতা কহিলেন যে আমি কাহিল অতএব ইং কর্ম্মের সুরু নাং আখিরি এক দফা হিসাব ফরসা করহ. তাহার কহত প্রমাণ গোমাস্তা মজকুর ইং সুরু নাং আখিরি দফা দফায় উসুল বাদে ৬৬ ছেষট্টি টাকা বাকি করিয়া জমাখরচ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন.

সে জমা খরচ ঐ গোমাস্তা মজকুরের স্থানে আছে. রুবকারের ওক্তে তলপ করিলে ঐ জমা খরচ দৃষ্টান্তে আসামী মজকুরের জাবৎ খেলাপ জোনাবে মালুম হইবেক.—২৮ ভাদ্র.

রদ্দজবাব নং—১২৫৭

রাণীহাটী পরগনার শ্যামগঞ্জ সাকিনের শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার কাষ্ঠের কারবারের ভাগ সওদার বাকি ৬৬ টাকার দাবিতে আমার নামে যে নালিশ করে তাহার রদ্দ জবাব.

লিখিতং শ্রীআত্মারাম সূত্রধর কস্য রদ্দ জবাব পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. ফরিয়াদী মজকুর আমার নামে কাষ্ঠের ভাগ সওদার কারবারের ৬৬ টাকার বাকি মোকদ্দমায় যে জবাববল জবাব দেয় সে তামাম খেলাপ. তাহার সরেওয়ার নীচের দফাওয়ারিতে লিখিতেছি জোনাবে ছাপ রৌসন হইবেক.

১ দফা.—ফরিয়াদী মজকুর লিখে যে কারবারের এমত দস্তুর নহে, যে কিস্তি ২ হিসাব ফরসা করিয়া লয়. ইহার জবাব; ফরিয়াদী মজকুরের পিতার সহিত যে কালে আমার ভাগ সওদার লেখা পড়া হইয়াছে সেই কালে তাহার সহিত আমার কথা এবং লেখা পড়া আছে. যে যখন মপস্বল হইতে

খরিদ বিক্রয় করিয়া আসিব, তখনি দফায় ২ হিসাবের দেনা পাওনা ফরসা করিয়া বুঝাইয়া দিব. সেই কওলাপত্র ফরিয়াদীর হস্তে আছে; রুবকারের ওক্তে কওলা পত্র তলপ করিলে জোনাবে ছাপ রৌসন হইবেক.

যে দফায় ২ হিসাব ফরসা হইতে পারে কি না; এবং শুন্য ভাগির এমত দস্তুর আছে, যে মপস্বলে খরিদ ফোরক্ত করিয়া মোকাম মজকুরে আসিয়া ধনি মজকুরের হজুরে জমা খরচের হিসাব কিস্তি ২ ফরসা করিয়া দেয়.

২ দফা.—ফরিয়াদী লিখে যে সন ১২২৫ শালে আমার পিতা বেমার হইয়া আসামীর গোমাস্তা ও আসামীকে তলপ করিয়া টাকার তাগাদা করিয়াছিলেন. সে ওক্তে আসামী মজকুর টাকা না দিবাতে আমার পিতা কহিলেন যে আমি কাহিল; অতএব ইস্তক কর্ম্মের সুরু নাং আখিরী এক দফা হিসাব ফরসা করহ. তাহার কহত পুমাণ, গোমাস্তা মজকুর ই° সুরু না° আখিরি দফা ২ উসুলবাদে ৬৬ ছেষট্টি টাকা বাকি করিয়া জমাখরচ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন সে পুমাণ বটে. ইহার জবাব, ফরিয়াদী মজকুরের পিতা যে ওক্তে হিসাব ফরসা করিয়া আমার কারখানার জ্বলানি কাষ্ঠ ও গড়ন কাষ্ঠ ও তক্তা আদি বিক্রয় করিয়া লন, ঐ সকল খরিদার বর্ত্তমান আছে; রুবকার ওক্তে তাহারদিগকে তলপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই ফরিয়াদী মজকুরের তাবৎ খেলাপ জোনাবে রৌসন হইবেক, ইহা নিবেদন করিলাম. ইতি. ২ আশ্বিন.

নং—১২৩৭
রুবকার

সন ১৮১৯ শাল ৩০ সেপ্টম্বর, মতাবকে সন ১২২৬ শাল ১৫ আশ্বিন ফরিয়াদীর উকিল শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ ও আসামী আত্মারাম সূত্রধর খোদ হাজীর হইল. মিছিলের কাগজাত মোলাহিজা করিয়া ফরিয়াদীর উকিলকে জিজ্ঞাসা করা গেল, যে তোমার মক্কেল আসামী মজকুরের নামে ই° সন ১২২১ শাল না° সন ১২২৫ শাল, কাষ্ঠের কারবারের ভাগ সওয়ার বাকিবাবুদী যে ৬৬ টাকার নালিষ করে তাহার প্রমাণ কি ফরিয়াদীর উকিল জবাব দেয়.

আসামী মজকুরের গোমাস্তা শ্রীরামকানাই সরকার, সন ১২২৫ শালে আমার পিতার বেমারী ওক্তে যে ৬৬ টাকার বাকির হিসাব দেয়, সেই হিসাব গোমাস্তা মজকুরের দস্তে আছে; এব° সে ওক্তে যে ২ লোক থাকিয়া ঐ হিসাব নিষ্পত্তি করিয়া দেয়, ঐ সকল লোক এব° গোমাস্তা মজকুর বর্ত্তমান আছে. তাহারদিগকে হজুর তলপ করিয়া তজবিজ করিলেই আমার মক্কেলের পাওনা জোনাবে ছাপ রৌসন হইবেক. অতএব ফরিয়াদীর উকিলের কহত সূরত. ঐ সকল সাইদানের ইসম নবিশী তলপ হইয়া মোকদ্দমা মুলতবি রহিল.

নাইদের
ইসমনবিশী.

আদালতে দেওয়ানী জেলা বর্দ্দমান. ফরিয়াদী শ্রীবিশ্বম্ভর তরফদার রাণীহাটী পরগণার শ্রীআত্মারাম সূত্রধরের নামে ১২৬৭ নম্বরে কাষ্ঠের ভাগ সওদার ৬৬ টাকার দাবির নালিষের ইসমনবিশী সন ১৮১৯ শাল ২ অক্তোবর সন ১২২৬ শাল ১৭ আশ্বিন.

আসামী———————নম্বর

রামকানাই সরকার

সাং লক্ষ্মীপুর————১

উদয়নারায়ণ ঘোষ

সাং তথা——————১

সৃষ্টিধর নন্দি

সাং তথা——————১

প্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সাং তথা——————১

———————————

৪ চারি জন

মোহর

নং ১২৬৭
সাহেবের
সাকির

আদালতে দেওয়ানী জেলা বর্দ্ধমান. রাণীহাটী পরগণার লক্ষ্মীপুর সাকিনের রামকানাই সরকার, ও উদয়নারায়ণ ঘোষ, ও সৃষ্টিধর নন্দী, ও প্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায় মালুম করিবা, ঐ পরগণার শ্যামগঞ্জ সাকিনের বিশ্বম্ভর তরফদার ঐ পরগণার লক্ষ্মীপুর সাকিনের আত্মারাম সূত্রধরের নামে কাষ্ঠের ভাগ সওদার ৬৬ টাকার দাবিতে আদালতে নালিষ করিয়া তোমারদিগকে সাইদ মানিলেক; অতএব তোমারদিগকে তলপ করা যায়. ফরিয়াদী মজকুরের দাবির তোমরা যাহা জানহ আদালতে ১২ রোজ মেয়াদের মধ্যে হাজীর হইয়া জবানবন্দী লিখিয়া দেহ. ইতি. সন ১৮১৯ শাল ৪ অক্টোবর, সন ১২২৬ শাল ১৯ আশ্বিন.

রপ্ত ৫ অক্টোবর.

মেয়াদ ১২ রোজ.

জী° আদালতে.

নাজির মিরকলিম, ইতি.

নং ১২৬৭ সাক্ষিদের জবানবন্দী ১

১৮১৯ শাল ৬ অক্তোবর; বাঙ্গালা সন ১২২৬ শাল ২১ আশ্বিন, ফরিয়াদীর মানিত সাইদ রামকানাই সরকার হাজীর হইয়া জবানবন্দী লিখিয়া দেয়. সওয়াল হজুর জিজ্ঞাসা গেল তোমার বয়স কত? কহিলেক, আন্দাজী বত্রিশ বৎসর; নাম কি? কহিলেক, রামকানাই সরকার; বাটী কোথা? কহিলেক, লক্ষ্মীপুর. সওয়াল বিশ্বম্ভর তরফদার আত্মারাম সুত্রধরের উপর কাষ্ঠের ভাগ সওদার বাকি যে ৬৬ টাকার নালিষ করে, তাহার তুমি কি জানহ? জবাব দেয়, আসামী আত্মারাম সুত্রধর সন ১২২১ শালে ফরিয়াদীর পিতা ৺ রামকৃষ্ণ তরফদারের সহিত কাষ্ঠের কারবারের কারণ ভাগ সওদার লেখাপড়া করিয়া আসিয়া আমাকে কহিলেক যে, আমি এই কাষ্ঠের হরেক রকম কারবার করিব, তুমি আমার তরফ গোমাস্তা থাকহ. আমি আসামী মজকুরের কহতে গোমাস্তা গিরি কর্ম্ম কবুল করিলাম. মজকুরের সওয়াল ইস্তক সন ১২২১ শাল না° ১২২৫ শাল ফরিয়াদীর পিতার সহিত আসামী মজকুর যে ভাগ সওদার কারবার করে, তাহা ইস্তক নাগাদের মধ্যে ফরিয়াদীর পিতা আসামী মজকুরের স্থানে কত টাকা পাইবেন? জবাব দেয় যে ইস্তক কার্য্যের শুরু, না° সন ১২২৫ শাল আমার হিসাব

রুই, ফরিয়াদীর পিতা আসামীর স্থানে ৬৬ টাকা পাইবেন. উভয়ে মোকাবিলা জমা খরচ বুঝাইয়া দিয়াছি, ইহা আমি জানি; সওয়াল আসামী মজকুরে কহে যে ঐ বাকিতে আমার কারখানার জ্বালানি কাষ্ঠ ও গড়ন কাষ্ঠ ইত্যাদি ফরিয়াদী মজকুরের পিতা যে বিক্রয় করিয়া লয়, তাহা তুমি জান কি না? জবাব দেয়, তাহার আমি কিছু জানি না, কিন্তু পরে এক দিবস আসামী মজকুরের জবানি শুনিয়াছি যে, ঐ বাকির জন্যে কারখানার তাবৎ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন. ফরিয়াদীর উকিল ও আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলে, যে তোমারদিগের ইহার উপর আর কিছু সওয়াল আছে কি না? জবাব দেয়, আমারদিগের আর সওয়াল নাই. ইতি.

সাক্ষীদের জবানবন্দী

ফরিয়াদীর বাটীতে আসামী সূত্রধর মজকুর ঐ কাষ্ঠের কারবারের কথা কহিতে ছিল, তাহা শুনিয়াছিলাম. সওয়াল, যে ওক্তে তুমি ফরিয়াদীর বাটীতে গিয়াছিলা, সেখানে আর কে২ ছিল?

১২৬৭ নং—সন ১৮১৯ শাল ৬ অক্টোবর; বাঙ্গালা সন ১২২৬ শাল ২১ আশ্বিন ফরিয়াদীর মানিত উদয়নারায়ণ ঘোষ

আদালতে হাজীর হইয়া জবানবন্দী দেয়, সওয়াল. তোমার নাম কি? বাটী কোথা? কি কায করহ? বয়ক্রম কত হইবেক? আর কি জাতি? আর তোমার পিতার নাম কি? জবাব দেয় নাম উদয়নারায়ণ ঘোষ, পিতার নাম ৺ কন্দর্প ঘোষ, জাতি গোয়ালা, কতক গুলি গরু আছে, তাহার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া গুজরাণ করি, বয়ক্রম আন্দাজী ষাটি বৎসর হইবেক. সওয়াল ফরিয়াদী বিশ্বম্ভর সূত্রধর ইহারদিগকে তুমি জানহ? জবাব দেয় ইহারদিগকে আমি জানি. সওয়াল, ফরিয়াদী বিশ্বম্ভর মজকুর আসামীর নামে কাষ্ঠের ভাগ সওদার বাকি ৬৬ টাকার দাবিতে নালিষ করে, তুমি ইহার কি জানহ? জবাব দেয়, ফরিয়াদীর পিতা সন ১২২৫ শালে বেয়ারাম হইয়া আমার নিকট দুগ্ধের উঠনা করিয়া ছিল. ঐ দুগ্ধের টাকার কারণ আমি ফরিয়াদীর বাটীতে টাকার তাগাদা করিতে গিয়াছিলাম সেইখানে আর কে ছিল? জবাব দেয়, যে আমার নিজ গ্রামের সৃষ্টিধর নন্দী, ও প্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আর ২ অনেক লোক ছিল, সকলকে আমি জানি না. সওয়াল যখন তুমি ফরিয়াদীর বাটীতে গিয়া ছিলা তখন আত্মারাম মজকুরের সহিত ফরিয়াদীর কি রূপ কথাবাত্রা হইল তুমি জান? কহিলেক, যে আমি বড় বেয়ারাম, আমার হিসাব নিষ্পত্তি করিয়া বেবাক টাকা দেহ. তাহাতে আসামী মজকুর কহিলেক, যে এক্ষণে টাকা সকল দ্রব্যাদিতে জোড়া আছে, কি প্রকার টাকা দি? তাহাতে

ফরিয়াদীর পিতা কহিলেক যে, ইস্তক কর্ম্মের সুরু নাগাদি শেষ হিসাব ফরসা করহ, ফরিয়াদীর পিতার কহত পুমাণ, আসামী মজকুর রামকানাই সরকারকে কহিলেক যে, কাগজ পত্র বাহির করিয়া হিসাব বুঝাইয়া দেও. সূত্রধর মজকুরের কহত পুমাণ, সরকার মজকুর কাগজ পত্র বাহির করিয়া কি লিখিত পড়িত করিলেক তাহা আমি জানি না, কিন্তু ফরিয়াদীর পিতা কহিলেক যে, ,৬৬ টাকা বাকি ইইল, এ টাকার কি? আত্মারাম মজকুর কহিলেক সে সকল জিনীস মজুৎ আছে, বিক্রয় করিয়া দিব. সওয়াল ঐ সকল জিনীস বিক্রয় করিয়া দিয়াছে কি না তুমি জানহ? জবাব দেয়, আমি তাহা জানি না. আসামী ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তোমার দিগের আর সওয়াল আছে? কহিলেক, আমারদিগের আর সওয়াল নাই. ইতি.

নং ১২২৩ রুবকারি ২

সন ১৮১৯ শাল, ৮ অক্টোবর. বাঙ্গালা সন ১২২৬ শাল, ২৩ আশ্বিন. ফরিয়াদীর উকিল গঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ আসামী খোদ হাজীর হইল. সন ১৮১৯ শাল, ৩০ সেপ্টম্বর. বাঙ্গালা সন ১২২৬ শাল, ১৫ আশ্বিনের রুবকারে ফরিয়াদীর সাবুদ তলব ছিল. অদ্য রুবকারের ওক্তে ফরিয়াদীর মানিত সাইদ রামকানাই সরকার, ও উদয়নারায়ণ ঘোষের গোয়াহের

জবানবন্দী মোলাহেজা হইয়া, আসামী আত্মারাম মজকুরকে জিজ্ঞাসা করা গেল. ফরিয়াদীর সাইদের জবানবন্দীর দ্বারা তোমার স্থানে ৬৬ টাকা বাকি সাবুদ হইল, অতএব আমার যে কাষ্ঠ ও গড়ন কাষ্ঠ আদি ফরিয়াদীর পিতা যে বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহার পুমাণ কি? আসামী সূত্রধর মজকুর জবাব দিলেক যে, আমার গোয়াহ্ সে সকল লোক আছে, তাহারা হাজীর নাই, আমাকে তিন রোজ মেয়াদ দেন, বাদ তিন রোজ গোয়াহ্ হাজীর করিব. অতএব আসামীর কহত পুমাণ মোকদ্দমা মুলতবি রাখিয়া আসামীর গোয়াহ্ তলব হইল. ইতি.

৩ রুবকার.

সন ১৮১৯ শাল, ১১ অক্তোবর. মতাবক সন ১২২৬ শাল, ২৬ আশ্বিন ফরিয়াদীর উকিল গঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ, ও আসামী খোদ হাজীর হইল. সন ১৮১৯ শাল, ৮ অক্তোবর. সন ১২২৬ শাল, ২৩ আশ্বিন আসামীর গোয়াহের তলব ছিল. অদ্য রুবকারের ওক্তে আসামী সূত্রধর মজকুরকে জিজ্ঞাসা গেল যে, তোমার গোয়াহ্ হাজীর হইয়াছে কি না? আসামী মজকুর জবাব দেয়, যে আমার গোয়াহ্ হাজীর করিতে পারিলাম না. ইহাতে আসামী সূত্রধর মজকুর যে সকল ওজর হয়, আপন জবাবে লিখে সে তাবৎ খেলাপ বুঝা করা গেল. অতএব ফরিয়াদী মজকুর যে ৬৬ টাকার দাবি করে সে হক পুমাণ হইল. এই সুরৎ মোকদ্দমা ডিগিরির হুকুম হইল. ইতি.

ডিক্রীর

মোহর

দস্তখত ইংরেজি.

কৈফিয়ত ইনফছাল, মোকদ্দমা তজবিজ মে° জজ সাহেব মতালকে আদালতে দেওয়ানী জেলা বর্দ্ধমান, সন ১৮১৯ শাল, ইংরেজি তারিখ ১৫ অক্তোবর, মতাবকে বাঙ্গালা সন ১২২৬ শাল, তারিখ ১৫ আশ্বিন.

ফরিয়াদী বিশ্বম্ভর তরফদার.

আসামী আত্মারাম সূত্রধর.

১ নম্বর ফরিয়াদীর আরজী. ২ নং আসামীর নামে তলব চিঠী. ৩ নং আসামীর জামিনী রামমোহন সরকারের নামে. ৪ নং ফরিয়াদীর ওকালৎনামা. ৫ নং আসামীর জবাব. ৬ নং ফরিয়াদীর জবাবলজবাব. ৭ নং আসামীর বুর্দ্দজবাব. ৮ নং ১ কেতা রুবকার. ৯ নং ফরিয়াদীর সাইদের ইসম নবিশী. ১০ নং ফরিয়াদীর মানিত সাইদানের সফিনা. ১১ নং ১ কেতা ফরিয়াদীর তরফ সাইদ রামকানাই সরকারের জবানবন্দী. ১২ নং ফরিয়াদীর তরফ সাইদ উদয়নারায়ণ ঘোষের জবানবন্দী. ১৩ নং এক কেতা রুবকার. এই সকল কাগজাত মোলাহেজা করা গেল.

করিয়া লন নাই. সন ১২২৫ শাল, আমার পিতা রেয়ারাম হইলে সূত্রধর মজকুরের নিকট টাকা তলব করিয়াছিলেন, সে প্রমাণ, কিন্তু সূত্রধর মজকুর টাকা না দিয়া হিসাব নিষ্পত্তি করিয়া, ৬১ টাকা বাকি করিয়া জমাখরচ বুঝাইয়া দেয়, ইতি.

২ আশ্বিন আসামী আত্মারাম সূত্রধর রদ্দজবাব দেয়, ফরিয়াদী মজকুরের পিতা রামকৃষ্ণ তরফদার যে ওক্তে আমার কারখানায় জ্বালানি কাষ্ঠ ও গড়ন কাষ্ঠ দিগর বিক্রয় করিয়া লয়, তাহার খরিদারেরা বর্ত্তমান আছে, তাহারদিগের তলব হয়. ইতি.

১৫ আশ্বিন রুবকার হইয়া ফরিয়াদীকে কহা গেল যে তোমার দাবির সাবুদ করহ, ইতি.

২১ আশ্বিন ও ফরিয়াদীর মানিত সাইদ রামকানাই সরকার ও উদয়নারায়ণ ঘোষ দুই জন হাজীর হইয়া বেলপ জবানবন্দী দেয়, ইতি.

২৩ আশ্বিনের রুবকার ফরিয়াদীর মানিত সাইদের জবানবন্দী মোলাহেজা করিয়া আসামী আত্মারাম সূত্রধরকে জিজ্ঞাসা করা গেল, যে ফরিয়াদীর তরফ সাইদের জবানবন্দী মোলাহেজার দ্বারা তোম[illegible]ানে ফরিয়াদীর ৬৬ টাকা পাওনা ছাফ মালুম হইল, কিন্তু তুমি আপন রদ্দজবাবে লিখিয়াছ যে, ফরিয়াদীর পিতা ৺ রামকৃষ্ণ তরফদার কারখানার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, আপন পাওনা আদায় করিয়া লইয়া

ছেন, তাহার প্রমাণ কিং আসামী মজকুর জবাব দেয়, যে আমার সাইদ এক্ষণে হাজির নাই, তিন রোজ মেয়াদ বাদে সাইদ হাজীর করিব অতএব আসামীর কহত প্রমাণ, তিন রোজ মেয়াদ দেওয়া গেল, ইতি.

১১ অক্তোবরের রুবকারে আসামী মজকুরের সাইদ তলব করিবাতে কহিলেক যে, আমার সাইদ হাজীর করিতে পারিলাম না. ইতি.

ইহাতে হুকুম হইল আসামী মজকুর যে সকল ওজর করিয়াছিল, সে তাবৎ সরাসর খেলাপ. ফরিয়াদীর তরফ সাইদানের জবানবন্দীর দ্বারা আসামীর স্থানে ফরিয়াদীর ৬৬ টাকা পাওনা হইয়া মোকদ্দমা ডিগ্রিরি হইল. ইহার খরচা মায়দাবি মাফিক তপশীল আসামী ফরিয়াদীকে আদায় করে, ইতি.

তপশীল

আসল	৬৬৲
কাগজের দাম	৪৲
উকিল খরচ	৩৷১৪
পেয়াদার মেয়াদ	১৷৷৹
সফিনার মেয়াদ	১৷৷৹
	৭৬৷১৪

মবলগে ছেয়াত্তর টাকা চারি আনা চৌদ্দ গণ্ডা ফরিয়াদী আসামীর স্থানে পাইবেক, ইতি.